ভারতবর্ষীয়

সাক্ষ্যবিষয়ক

১৮৭২ সালের ১ আইন।

১৮৭২ সালের ১৮ আইন, ১৮৮৭ সালের ৩ আইন ও ১৮৯১ সালের ৩ আইন দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬৬নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪।

মূল্য ৸০ বার আনা

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ—পারিভাষিক কথা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

স্বীকারবাক্যের কথা।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যেস্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয়, তাহার কথা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ —বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

৫ম পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষ্য অলোচিত মতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

সাক্ষ্যবিষয়ক

১৮৭২ সালের ১ আইন।

সাক্ষ্যবিষয়ক আইন প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে অদ্যাবধি উক্ত আইনের যেরূপ সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা নিম্নে ধারানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৪ ধারার ২য় ব্যাখ্যা—যে স্থলে কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচারকালে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পূর্ব্বকৃত অপরাধ এই ধারার অর্থ-অনুসারে প্রাসঙ্গিক হয়, তথায় উক্ত-প্রকারের ব্যক্তির পূর্ব্ব দণ্ডবিধান ও প্রাসাঙ্গিক বৃত্তান্ত।

১৫ ধারা নিম্নলিখিতরূপে পাঠ করিতে হইবে ;—

"১৫ ধারা। যে স্থলে কোন কার্য্য অকস্মাৎ কি অভিপ্রেত কি কোন বিশেষ জ্ঞান ও অভিপ্রায় যুক্তে কৃত এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই স্থলে ঐরূপ কার্য্যের অনুরূপ ঘটনাবলি যাহার প্রত্যেকটীতে ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি লিপ্ত আছেন, তাহার একাংশ ভূত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক "

২৬ ধারার ব্যাখ্যা—ফোর্ট সেণ্টজর্জ বিভাগে কি ব্রহ্মদেশে কি অন্যত্র যেখানে গ্রামের মণ্ডল মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্পন্ন করেন, যে মণ্ডল ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে কোন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেট না হইলে অত্র ধারার "মাজিষ্ট্রেট" কথা অনুসারে তাহাকে বুঝাইবে না।

৩০ ধারার ব্যাখ্যা—কোন অপরাধ করিতে উৎসাহদান কি তাহা করিবার চেষ্টা অত্র ধারায় ব্যবহৃত "অপরাধ" শব্দের অন্তর্গত

১৮৯১ সালের ৩ আইনের ৫ ধারা অনুসারে ৪৩ ধারার উদাহরণের (ঙ) ও (চ) সন্নিবিষ্ট হইল।

(ঙ) ক চুরি করা ও পূর্ব্বে চুরি করিবার জন্য দোষী থাকা সাব্যস্থ হওয়া অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব শাস্তি বিচার্য্য বিষয় বলিয়া প্রাসঙ্গিক

(চ) খ'কে খুন করিবার অপরাধে ক'র বিচার হইতেছে, এমত স্থলে খ ক'র বিবাদে মানহানির নালিস রুজু করিলে ক তাহতে দোষী সাব্যস্থ হয় ও শাস্তি প্রাপ্ত হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের মূলের উদ্দেশ্য প্রদর্শনকারী বলিয়া ৮ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক হইতেছে

৫৪ ধারা। এই ধারা নিম্নলিখিত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

"৫৪ ধারা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র উত্তম এই বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ না করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র মন্দ এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক তবে যেস্থলে ঐরূপ প্রমাণ প্রয়োগ হয়, সেস্থলে প্রাসঙ্গিক

৫৪ ধারার ২য় ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে দোষী সাব্যস্ত হওয়া কুচরিত্রের প্রমাণ।

৫৫ ধারা। এই ধারার ব্যাখ্যার প্রথম "কিন্তু" শব্দের পর এই কয়টী কথা বসাইতে হইবেক—"৫৪ ধারার যেরূপ বিহিত হইলে তদ্ব্যতীত।"

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরাল সাহেব ১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরাল সাহেব নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭২ সালের ১ আইন।

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন।

হেতুবাদ

সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—পারিভাষিক কথা

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের ১ আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে, তাহার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৈনিক আদালত শুদ্ধ কোন আদালতে বা কোন আদালতের সম্মুখে বিচারঘটিত যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহার পক্ষে বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন আদালতে কি কোন কার্য্যকারকের নিকট যে আফিডেবিট উপস্থিত করা যায়, কিম্বা সালিসের সম্মুখে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

যে যে আইন রহিত করা গেল, তাহার কথা।

২ ধারা। সেই দিবসাবধি নিম্নলিখিত বিধান রহিত করা যাইবে।

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে ইংলণ্ডীয় কিম্বা ভারতবর্ষীয় যে ব্যবস্থা কি আইন প্রচলিত হয়, সাক্ষ্যবিষয়ক যে বিধি তন্মধ্যে না থাকে, সেই বিধি।

(২) ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ২৫ ধারাক্রমে যে সকল বিধি ■ আইন ও ব্যবস্থা আইনের তুল্য বলবৎ হইয়াছে, এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের সঙ্গে তাহার যতদূর সম্পর্ক থাকে, ততদূর সেই সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা।

(৩) এই আইনের তফসীলের লিখিত সকল বিধান তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা তত দূর রহিত হইবে।

কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন অংশে ইংলণ্ডীয় কিম্বা এদেশীয় কোন আইনের কি ব্যবস্থার যে বিধান প্রবল থাকে ও এই আইনে স্পষ্টরূপে রহিত করা না যায়, এই আইনের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অর্থ করিবার ধারা

৩ ধারা। নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের নিম্নলিখিত যে অর্থ নির্ণয় করা গেল, পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইনে সেই সেই কথার ও শব্দের সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

আদালত

"আদালত" শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট গণ্য ও সালিস ভিন্ন অন্য যে সকল ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাহারাও গণ্য।

বৃত্তান্ত

"বৃত্তান্ত" শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(১) যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা বিষয়ের যে সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তাহা।

উদাহরণ।

(২) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

(ক) কোন স্থানে কোন কোন দ্রব্য বিশেষ বিশেষ স্থলে সাজান আছে, ইহাই বৃত্তান্ত।

(খ) কোন ব্যক্তি কোন কথা শুনিল, কিম্বা কোন বিষয় দেখিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(গ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা কহিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(ঘ) কোন ব্যক্তির বিশেষ অভিমত কিম্বা বিশেষ অভিপ্রায় আছে কিম্বা সে সরল-ভাবে বা কুটিলভাবে কর্ম্ম করে, কিম্বা কোন শব্দের বিশেষ অর্থ প্রয়োগ করে, কিম্বা সুখ দুঃখাদি অনুবোধ করিতেছে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিল। এই সকলকে বৃত্তান্ত বলা যায়।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সুকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি আছে, ইহা বৃত্তান্ত।

প্রাসঙ্গিক

এই আইনে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে যে যে বিধান আছে, সেই সেই বিধানের উল্লিখিত অন্যতর প্রকারে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সম্পর্ক থাকিলে সেই সেই বৃত্তান্ত পরস্পর "প্রাসঙ্গিক" বলা যায়।

ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত

"'ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত' শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য

কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে স্বত্ব কি দায় কি অক্ষমতা উত্থাপিত কি অস্বীকৃত হয়, তাহার সত্তা কি অসত্তা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একই বৃত্তান্ত দ্বারা কিম্বা অপর বৃত্তান্তের সহযোগে যে বৃত্তান্তদ্বারা অবশ্য অনুভব হয়, সেই বৃত্তান্ত।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে কোন আদালত বৃত্তান্তঘটিত ইস্যুলিপিবদ্ধ করিলে, সেই ইস্যুর উত্তরস্বরূপ যে বৃত্তান্ত উত্থাপিত কি অস্বীকৃত হয়, তাহাই ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

বিচারকালে এই এই বৃত্তান্ত লইয়া ইস্যু হইতে পারে অর্থাৎ আনন্দের দ্বারা বলরামের মৃত্যু হইল কি না।

আনন্দ বলরামকে বধ করিতে কল্পনা করিল কি না।

বলরামের দ্বারা আনন্দের হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইয়াছিল কি না।

যে ক্রিয়াদ্বারা বলরামের মৃত্যু হয়, আনন্দ ক্ষিপ্তমনাপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়াকরণ সময়ে তাহার স্বভাব বুঝিতে পারিল কি না।

দলীল

কোন ব্যাপার লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন দ্রব্যের ব্যবহার করিবার উদ্দেশে কিম্বা ব্যবহার হইতে পারে, এই নিমিত্ত সেই দ্রব্যের উপর অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্নদ্বারা কিম্বা ইহার কয়েক উপায়দ্বারা যে ব্যাপার ব্যক্ত কি বর্ণিত হয়, দলীল শব্দে তাহাই বুঝায়।

উদাহরণ।

লিখিত কথা দলীল হয়

কথা ছাপা কি লিথগ্রাফ কি ফটগ্রাফ করা গেলে তাহা দলীল

ম্যাপ বা নক্সা দলীল।

তামার পাতে কি পাথরে কোন কথা খোদিত হইলে তাহা দলীল।

ব্যঙ্গজনক চিত্রাদি দলীল।

সাক্ষ্য

"সাক্ষ্য" শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(১) বৃত্তান্তঘটিত ব্যাপারের অনুসন্ধান করণ কালে আদালত সাক্ষীদিগকে আপনার সম্মুখে তৎসম্পর্কীয় যে যে কথা কহিতে দেন বা কহিতে আজ্ঞা করেন, তাহা সাক্ষ্য।

তাহাদের সেই কথা বাচনিক সাক্ষ্য বলা যায়।

(২) আদালতে দেখিবার জন্যে যে সকল দলীল উপস্থিত করা যায়, তাহা সাক্ষ্য।

সেই সেই দলীল লিখিত সাক্ষ্য বলা যায়।

প্রমাণিত।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত সত্য জানিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য, এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত সম্ভব জ্ঞান করিলে, তাহা প্রমাণিত বলা যায়।

খণ্ডিত।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত বিশ্বাস না করিলে অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য নয়, এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত অসম্ভব জ্ঞান করিলে, ঐ বৃত্তান্ত খণ্ডিত বলা যায়।

অপ্রমাণিত।

বৃত্তান্ত প্রমাণিত না হইলে, খণ্ডিতও না হইলে তাহা অপ্রমাণিত বলা যায়।

অনুমান করিতে পারেন।

৪ ধারা আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিতে পারেন, এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে, যতকাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায়, আদালত ততকাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন, অথবা তাহার প্রমাণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

অনুমান করিবেন।

আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন, এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে, যতকাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায়, আদালত ততকাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

সিদ্ধান্ত প্রমাণ

এই আইনে এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, উক্ত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে, আদালত অন্য বৃত্তান্ত প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন ও তাহা খণ্ডিবার সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫ ধারা কোন মোকদ্দমায় কিংবা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ইস্যুঘটিত প্রত্যেক বৃত্তান্তের এবং অন্য যে বৃত্তান্ত পশ্চাদ্ভাগে প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই বৃত্তান্তের সত্তার কি অসত্তার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে, অন্য বৃত্তান্তের নয়।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে, তাহার কোন বিধানানুসারে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওনার্থে কোন ব্যক্তির স্বত্ব রহিত হইলে, এই ধারাক্রমে তাহার সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার ক্ষমতা হইতে পারিবে না

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিল বলিয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দের বিচারকালে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত

আনন্দ বলরামকে মুদ্গর দিয়া মারিল কি না

সেই প্রহার দ্বারা আনন্দ বলরামের মৃত্যুর কারণ হইল কি না।

বলরামকে মারিয়া ফেলিতে আনন্দের কল্পনা ছিল কি না।

(খ) কোন অর্থী যে খতের উপর নির্ভর করে, সেই খত সঙ্গে আনে নাই ও মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে সেই খৎ দেখাইবার জন্যে প্রস্তুত রাখে নাই দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন, সেই অর্থী এই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমা প্রচলিত থাকার পশ্চাৎ কোন সময়ে খৎ দেখাইতে বা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

যে যে বৃত্তান্ত একই ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয়, তাহার কথা।

৬ ধারা। বৃত্তান্ত ইস্যুর মধ্যে ধরা না গেলে ও ইস্যুঘটিত কোন বৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে, একই ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হইলে, তাহা প্রাসঙ্গিক। সেই দুই বৃত্তান্ত একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা স্থানে ঘটিলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে প্রহার করণদ্বারা বধ করণাপরাধের অভিযোগ হয়। সেই প্রহার করণ সময়ে আনন্দ কি বলরাম কিংবা যে ব্যক্তিরা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে যে কথা কহিয়াছিল ■ যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা, কিংবা তাহাদের যে কথা কি কর্ম্ম ঐ প্রহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কহা কি করা প্রযুক্ত ঐ ব্যাপারের একাংশ হয়, তবে সেই সেই কথা কি কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(খ) অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা হওয়াতে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল ও সৈন্যের প্রতি আক্রমণ হইল ও জেলখানা ভাঙ্গিয়া খোলা গেল। আনন্দ সেই হাঙ্গামার ভাগী ছিল বলিয়া তাহার নামে মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করণাপরাধের অভিযোগ হইল। উক্ত সম্পত্তি নষ্ট করণাদি সকল ব্যাপারে আনন্দ উপস্থিত না থাকিলেও সেই সেই কার্য্য উক্ত সাধারণ ব্যাপারের একাংশ বলিয়া তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) লেখালেখির অঙ্গস্বরূপ কোন পত্রে আনন্দের নামে অপবাদ থাকাতে আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে, যে বিষয় ধরিয়া অপবাদের উল্লেখ হয়, সেই বিষয় সম্পর্কে উভয় ব্যক্তির লেখালেখির অন্তর্গত অন্য যে পত্রে ঐ অপবাদ না থাকে, সেই পত্রাদিও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(ঘ) বলরামকে কয়েক দ্রব্য পাঠাইবার আদেশ হইলে, সেই দ্রব্য আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না এই প্রশ্ন হয়, ঐ দ্রব্য একে একে অনেক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। হস্তগত হওনরূপ সেই প্রত্যেক ব্যাপার প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

যে বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হয়, তাহার কথা

৭ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে কি প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের কি ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হইলে, কিম্বা বিষয়ের যে অবস্থায় ঐ বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল, অন্য বৃত্তান্ত লইয়া বিষয়ের সেই অবস্থা হইল, কিম্বা সেই অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা ঐ বৃত্তান্ত হইবার কিম্বা ঘটিবার সুযোগ হইলে, সেই অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ বলরামের প্রতি দস্যুতা করিল কি না এই প্রশ্ন উথাপিত হয়।

ঐ দস্যুক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরাম টাকা সঙ্গে লইয়া হাটে যাইতেছিল, ও অন্য লোকদিগকে টাকা দেখাইল এবং আমার কাছে টাকা আছে, এই কথা অন্য লোকদিগকে কহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামকে বধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

হত্যাব্যাপার যেস্থানে হইয়াছিল, সেই স্থানের কি তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মাটিতে হাতাহাতি করিবার যে চিহ্ন থাকে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(গ) আনন্দ বলরামকে বিষ খাওয়াইল কি না এই প্রশ্ন হইল

বিষ খাওয়ার যে লক্ষণ হইয়া থাকে, সেই লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বলরামের শারীরিক স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য ছিল এবং বলরামের রীতি ও চরিত্র আনন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে তাহার বিষ খাওয়াইবার সুযোগ হইল, এই এই বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

প্রবৃত্তির ■ পূর্ব্ব উদ্যোগের ও ৩৭পশ্চাৎ আচারের কথা

৮ ধারা। যে ক্রিয়াদ্বারা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ প্রকাশ হয়, কিম্বা যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি কি উদ্যোগস্বরূপ হয়, তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

মোকদ্দমাসংক্রান্ত কিংবা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যসংক্রান্ত কোন পক্ষ কিংবা কোন পক্ষের সপক্ষীয় কোন কর্ম্মকারক সেই মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত সেই কার্য্যের উপলক্ষে কিংবা সেই মোকদ্দমা প্রভৃতির ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপলক্ষে যে আচরণ করে, ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে অপরাধ লইয়া মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য হয়,সেই ব্যক্তি যে আচরণ করে, তদ্দ্বারা ইস্যুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের ফলাফল দর্শিলে কিংবা সেই বৃত্তান্তদ্বারা উক্ত আচরণের ফলাফল দর্শিলে সেই আচরণ বৃত্তান্তের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ হইলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কথা কহা গেলে, তাহা ঐ উক্তি ভিন্ন অন্য ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক না হইলেও তদ্দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কারণাদি না জানা গেলে এই ধারাগত, 'আচরণ' শব্দে সেই উক্তি গণ্য নহে, কিন্তু এই আইনের অন্য কোন ধারামতে উক্তি প্রাসঙ্গিক হইলে, এই ব্যাখ্যার কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ব্যাখ্যা —কোন ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক হইলে, তাহার নিকট কিংবা তাহার সাক্ষাৎ কি শ্রুতিগোচর কথিত, যে উক্তিদ্বারা ঐ আচরণের বৈষম্য হয়, সেই উক্তিও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বধাভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল বলরাম এই কথা জানিত বলরাম সেই কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া আনন্দের স্থানে টাকা চাহিল এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ খৎ দেখাইয়া বলরামের স্থানে টাকা পাইবার নালিশ করে বলরাম কহে, আমি সেই খৎ লিখিয়া দিই নাই।

এমন স্থলে খৎ যে সময়ে কথিত মতে লেখা গিয়াছিল, সেই সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে বলরামের টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(গ) বলরামকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

(ঘ) বলরামকে যে বিষ খাওয়ান গিয়াছে, বলরামের মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আনন্দ সেই প্রকারের বিষ ক্রয় করিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ঙ) কোন এক দলীল আনন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কথিত উইলের বিধানে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, আনন্দ ঐ কথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্ব্বে সেই সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন, এবং উইল লিখিবার বিষয়ে উকীলদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং উইলের কয়েক পাণ্ডুলিপি লেখাইয়া পরে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, উক্ত বিষয়ে এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(চ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এইস্থলে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দের পক্ষে সম্ভব জন্মে এই কারণে সে কথিত অপরাধ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষ্যের বিধান করিল, কিম্বা সাক্ষ্য নষ্ট করিল, কি গুপ্ত রাখিল কিম্বা যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিত, এমত ব্যক্তিদের উপস্থিত হই-বার বাধা দিলে, কিম্বা তাহাদের উপস্থিত না হইবার উপায় করিল, কিম্বা সেই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষী জুটাইল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ছ) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল

এইস্থলে বলরামের দ্রব্য অপহরণ করা গেলে পর, বলরামের দ্রব্য কে অপহরণ করিয়াছে, পুলীস ইহার সন্ধান লইতে আসিবে, চন্দ্র আনন্দের সাক্ষাৎ এই কথা কহিলে, আনন্দ তৎ-ক্ষণাৎ পলাইল এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(জ) আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারে কি না এই প্রশ্ন হইল

আনন্দ চন্দ্রের স্থানে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহিলে, আনন্দের সাক্ষাৎ ও শ্রুতিগোচরে দীননাথ চন্দ্রকে কহিল, আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারে, তুমি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আর টাকা দিও না, আনন্দ এই কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

অপরাধীকে ধরিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে, আনন্দ সতর্ক করণ ভাবের এই পত্র পাইয়া পলায়ন করিল, এই কথা ও সেই পত্রের মর্ম্ম প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়

এই স্থলে, কথিত অপরাধ করা গেলে পর, আনন্দ পলায়ন করিল, কিম্বা ঐ অপরাধের দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার মূল্য তাহার অধিকারে ছিল, কিম্বা সেই অপরাধ করণে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছিল, কিম্বা হইতে পারিত, আনন্দ তাহা গোপনে রাখিবার উদ্যোগ করিল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ঠ) আদরীকে বলাৎকার করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল

এই স্থলে কথিত বলাৎকার করা গেলে পর আদরী সেই অপরাধের বিষয়ে নালিস করে, এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অমুকে বলাৎকার করা গিয়াছে, নালিশ না করিয়া ঐ স্ত্রীর এই কথামাত্র এই ধারামতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয় তথাপি

৩২ ধারার (১) প্রকরণ মতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া কিম্বা

১৫৭ ধারামতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ড) আনন্দের দ্রব্য চুরি করা গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল

এই স্থলে কথিত চৌর্য্য ব্যাপারের কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিল, এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

নালিশ না করিয়া আমার দ্রব্য চুরি করা গিয়াছে, আনন্দের এই কথা মাত্র এই ধারামতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয় তথাপি

৩২ ধারার (১) প্রকরণমতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া কিম্বা

১৫৭ ধারামতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক তাহার কথা

৯ ধারা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে কিম্বা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তদ্বারা যে অনুভূতির সূচনা হয়, তাহার প্রতিপোষকতা করিবার কিম্বা তাহা খণ্ডিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক কিম্বা কোন দ্রব্যের কি ব্যক্তির অনন্যতা প্রাসঙ্গিক হইলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই অনন্যতা নির্ণয় করা যায়, কিম্বা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও যে স্থানে ঘটিয়াছিল, সেই সময় ও স্থান যে বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যায়, কিম্বা উক্ত বৃত্তান্ত যে ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পাদন করা গেল, যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তিদের পরস্পর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সেই বৃত্তান্ত সেই কারণে যতদূর আবশ্যক, ততদূর প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) উপস্থিত দলিল খানি আনন্দের উইল কিনা এই প্রশ্ন হইল।

কথিত উইলের তারিখে আনন্দের সম্পত্তির ও তাহার পরিবারের যে অবস্থা ছিল, ইহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(খ) আনন্দের লজ্জাকর আচরণ হইয়াছে, বলরামের এই কথায় আনন্দ তাহার নামে অপবাদের নালিশ করে বলরাম এই উত্তর করে যাহা অপবাদ বলা গেল, তাহা সত্য।

অপবাদ যে সময়ে প্রকাশ করা গিয়াছিল, সেই সময়ে উভয় পক্ষের যে অবস্থা পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার উপলক্ষে ঐ সম্বন্ধের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

কথিত অপবাদের সঙ্গে যে বিষয়ের সম্পর্ক নাই, এমত বিষয়ে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হইলে, ঐ বিবাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেই বিবাদের দ্বারা আনন্দের বলরামের ভাবের ব্যত্যয় হইল, সেই বিবাদ যে হইয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে

(গ) আনন্দের নামে অপবাধের অভিযোগ হয়।

অপবাধ হইবার কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইবার পর ও সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আচরণ বলিয়া ৮ ধারামতে তাহার সেই কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক হয়।

যে সময় ঘর ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেল, সেই সময়ে তাহার সেই অন্য স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পড়িল, এই কথাটি ঘর হইতে তাহার হঠাৎ যাইবার হেতু বলিয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে গিয়াছিল, সেই অত্যাবশ্যক কর্ম্ম হঠাৎ উপস্থিত হইল, কেবল ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হইতে পারিবে নতুবা অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) চন্দ্র আনন্দের নিকট চাকরী করিতে চুক্তি করিলে বলরাম তাহাকে সেই চুক্তি ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি দিল, আনন্দ ইহা বলিয়া বলরামের নামে অভিযোগ করে। আনন্দের নিকট চাকরী ত্যাগ করিবার সময়ে চন্দ্র তাহাকে কহিল যে, বলরাম আমাকে অধিক বেতন দিতে চাহিয়াছে, এই কারণে আমি চাকরী ছাড়িয়া গেলাম। চন্দ্রের ঐ কার্য্য ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক এবং সেই উক্তি দ্বারা তাহার সেই আচরণের কারণ জানা গেল, এই নিমিত্ত সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক

(ঙ) আনন্দের নামে চুরি করণাপরাধের অভিযোগ হয়। কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ চোরিত দ্রব্য বলরামের হাতে দিতে পরে বলরামকে আনন্দের স্ত্রীর হাতে দিতে দেখিয়াছে ও দিবার সময়ে বলরাম কহিল, আনন্দ তোমকে এই দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে কহিয়াছে। যে বৃত্তান্ত উক্ত ব্যাপারের একাংশ হয়, ঐ কথার দ্বারা সেই বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা হইল বলিয়া বলরামের সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

(চ) দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় সে জনতার সরদার হতে গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ হইল। ঐ জনতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া যে যে কথা কহিয়াছিল, তদ্দ্বারা ব্যাপারের ভাব বুঝা যায় বলিয়া সেই সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

সাধারণ অভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া সহায় ব্যক্তির উক্তির বা কর্ম্মের কথা।

১০ ধারা দুই বা তদধিক ব্যক্তি অপরাধ কিংবা অভিযোজ্য অন্যায় ক্রিয়া করণার্থে ষড়যন্ত্র করিল,এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির প্রথম সেই অভিসন্ধি হইলে পর, তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি ঐ সাধারণ অভিসন্ধির উদ্দেশে যে কথা কহে বা লেখে ও যে কর্ম্ম করে, ঐ ষড়যন্ত্র যে হইয়াছে ইহার প্রমাণ করিবার নিমিত্তে এবং উক্ত অন্যতর ব্যক্তি তাহার সহায় ছিল, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষে সেই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমত জ্ঞান করিবার যুক্তি-সিদ্ধ কারণ আছে।

সেই ষড়যন্ত্রের উপলক্ষে বলরাম ইউরোপে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিল, চন্দ্র সেই অভিপ্রায়ে কলিকাতায় টাকা আদায় করিল, দীননাথ বোম্বাইবাসী কয়েক ব্যক্তিকে সেই ষড়যন্ত্রে মিলিবার প্রবৃত্তি দিল, আগ্রায় ঈশান সেই অভিসন্ধির পোষকতার লিপি প্রকাশ করিল, কলিকাতায় চন্দ্র যে টাকা আদায় করে, ফকীরচাঁদ দিল্লীতে থাকিয়া কাবুলে গগনের নিকট সেই টাকা পাঠাইল, হরমোহন কোন পত্রে সেই ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত লিখিল, এমত স্থলে আনন্দ সেই সকল ব্যক্তিকে না জানিলেও এবং যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্রিয়া করে, তাহারা আনন্দের অপরিচিত লোক হইলেও এবং সেই ষড়যন্ত্রে আনন্দের মিলিবার পূর্ব্বে কিংবা ছাড়িয়া যাইবার পরে ও ঐ ঐ কার্য্য করা গেলে ঐ ষড়যন্ত্র হওয়ার প্রমাণার্থে এবং আনন্দ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত ছিল, ইহার প্রমাণার্থে উক্ত সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত স্থলান্তরে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

১১ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্থলান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এই এই স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

(১) ইসুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে,

(২) সেই বৃত্তান্তদ্বারা কিংবা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে এই বৃত্তান্তদ্বারা ইসুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সত্য কি অসত্য অত্যন্ত সম্ভব বা অসম্ভব হইলে

উদাহরণ

আনন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

সেই দিনে আনন্দ লাহোরে ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল, আনন্দ ঐ অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে সেই স্থান হইতে দূরে থাকাপ্রযুক্ত তদ্দ্বারা সেই অপরাধ হওয়া অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত অসম্ভব হইলে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হয়।

ভাবগতিক বিবেচনা করিলে, হয় আনন্দ, না হয় বলরাম কিংবা চন্দ্র অথবা দীননাথ

ইহার একতর ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে এমন স্থলে অন্য কাহার দ্বারা সেই অপরাধ হইতে পারিল না এবং বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ করে নাই, ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যাইতে পারে, তাহা প্রাসঙ্গিক

হানিপূরণের মোকদ্দমায় যে বৃত্তান্ত দ্বারা হানির মূল্য নির্ণয় হইতে পারে,
তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা

১২ ধারা। মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে হানিস্বরূপ কত টাকা দিবার আজ্ঞা করা উচিত, আদালত যে বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে পারেন, তাহা প্রাসঙ্গিক।

স্বত্বের কি রীতির কথা উত্থাপন হইলে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

১৩ ধারা কোন স্বত্ব কি রীতি প্রবল আছে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপন হইলে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ক) যে ব্যাপারের কথিত স্বত্বের বা রীতির সৃষ্টি কি দাওয়া করা গেলে বা ঐ স্বত্ব বা রীতি মতান্তরিত কি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইল কিংবা যে ব্যাপার ঐ স্বত্বের বা রীতির অসঙ্গত হয় তাহা

(খ) বিশেষ যে যে স্থলে ঐ স্বত্বের কি রীতির দাওয়া হয় বা তাহা স্বীকার করা যায় বা তদনুসারে কার্য্য করা যায়, কিংবা তদনুসারে কার্য্য হওন বিষয়ে বিবাদ হয়, বা কার্য্যের স্বত্ব উচ্চাটিত হয় বা তদনুসারে কার্য্য না করা যায়, সেই সেই স্থল।

উদাহরণ।

অমুক স্থানে আনন্দের জলকরের স্বত্ব আছে কি না, এই প্রশ্ন হইলে আনন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ঐ জলকরের যে দানপত্র দেওয়া যায় তাহা, ও আনন্দের পিতাকর্ত্তৃক ঐ বন্ধকীপত্র, ও তৎপশ্চাৎ আনন্দের পিতাকর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকীপত্রের অসঙ্গত এক দানপত্র ও বিশেষ যে যে স্থলে আনন্দের পিতা সেই স্বত্বানুসারে কার্য্য করেন ও যে যে স্থলে আনন্দের প্রতিবাসীদের দ্বারা ঐ স্বত্বের প্রতিবন্ধকতা হয়, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

যে বৃত্তান্ত দ্বারা মানসিক কি শারীরিক অবস্থা কিংবা শরীরের ভাব
জানা যায়, সেই বৃত্তান্তের কথা।

১৪ ধারা। মনের কি শরীরের কোন অবস্থা কিংবা শারীরিক ভাব ইস্যুর কিংবা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের মধ্যে থাকিলে, যে বৃত্তান্ত দ্বারা মনের সেই অবস্থা অর্থাৎ কল্পনা কি জ্ঞান কি সারল্য কি শৈথিল্য কি দুঃসাহস কিংবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ প্রকাশ হয়, অথবা যে বৃত্তান্ত দ্বারা শরীরের সেই অবস্থা কিংবা শারীরিক ভাব প্রকাশ পায়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

ব্যাখ্যা মনের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শাইবার জন্য যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়, সাধারণ স্থল ভিন্ন বিবাদীয় বিশেষ বিষয়ে ঐ ভাব প্রকাশ হইল, ঐ বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল। বিশেষ একটি চোরা দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল, ইহার প্রমাণ হইল।

সেই সময়ে তাহার কাছে আরও অনেক চোরা দ্রব্য ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা তাহার অধিকারগত সকল প্রত্যেক দ্রব্য সে চোরা বলিয়া জানিত, উক্ত বৃত্তান্তে ইহার সূচনা করা যায়

(খ) আনন্দ একটি কৃত্রিম মুদ্রা অন্য ব্যক্তিকে দেওন সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাক্রমে দিল তাহার নামে এই অভিযোগ হয়

সেই মুদ্রা দেওনের সময়ে তাহার নিকট আর অনেকগুলি কৃত্রিম মুদ্রা ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম যে কুকুরকে দুরন্ত জানিত, তাহার সেই কুকুরে হানি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে হানিপূরণের নালিশ করে

ঐ কুকুর পূর্ব্বে যদুকে ও রাধাকে ও নেচুকে কামড়াইয়াছিল ও তাহারা বলরামের নিকট সেই কথা জানাইল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ঘ) আনন্দ এক খান হুণ্ডী সাকরাইয়া দিল, কিন্তু টাকা গ্রহীতার কৃত্রিম নাম তাহাতে দেওয়া গেল, আনন্দ ইহা জানিত কি না এই প্রশ্ন হইল।

টাকা গ্রহীতা প্রকৃত ব্যক্তি হইলে আনন্দের নিকট তাহার ঐ হুণ্ডী পঁহুছিবার সময় থাকিত না, আনন্দ এমত অন্য কয়েক হুণ্ডী পূর্ব্বেও সাকরাইয়া দিয়াছে, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতুক আনন্দ ঐ টাকা গ্রহীতার নাম কৃত্রিম বলিয়া জানিত, এই অনুভব হয়।

(চ) আনন্দ বলরামের মানহানি করিবার কল্পনায় তাহার অপবাদ প্রকাশ করিল বলিয়া আনন্দের নামে অপবাদ করণাপরাধে অভিযোগ হয়।

আনন্দ তৎপূর্ব্বে বলরামের বিষয়ে নানা কথা প্রকাশ করিয়াছিল ও তাহাতে বলরামের প্রতি তাহার দ্বেষ প্রকাশ হয়, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতুক উক্ত বিশেষ অপবাদ প্রকাশ করিয়া বলরামের মানহানি করিতে আনন্দের কল্পনার প্রমাণ হয়

পূর্ব্বে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ ছিল না, কিন্তু যে বিষয়ের নালিশ হয়, আনন্দ কেবল অন্যের নিকট শুনিয়া তাহা লিখিলেন, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক যেহেতুক আনন্দ বলরামের মানহানি করিতে কল্পনা করেন নাই, এই বৃত্তান্তে ইহা দৃষ্ট হয়।

(ছ) চন্দ্র ঋণশোধ করিতে সক্ষম, আনন্দ প্রতারণাক্রমে বলরামকে এই কথা কহাতে আনন্দের নামে নালিশ হয়। ঐ কথাদ্বারা চন্দ্রের প্রতি বলরামের বিশ্বাসের প্রবৃত্তি হইল, কিন্তু চন্দ্র ঋণশোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে বলরামের হানি হইল,

আনন্দ যে সময়ে চন্দ্রকে ঋণশোধ করিবার সক্ষম বলিয়া জানাইল, সেই সময় চন্দ্রের প্রতিবাসিগণ অন্য যে লোকেরা তাহার সঙ্গে কারবার করিত, তাহারা সকলে তাহাকে ঋণশোধ করিতে সক্ষম জানিত, এই বৃত্তান্তদ্বারা আনন্দ সরলভাবে উক্ত কথা কহন প্রকাশ হওয়াতে তাহা প্রাসঙ্গিক

(জ) চন্দ্র আনন্দের ঘরে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে বলরামকে সেই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিল। বলরাম সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্তে আনন্দের নামে নালিশ করে।

আনন্দ উত্তর করিল, চন্দ্রের সঙ্গে বলরামের চুক্তি হইল।

আনন্দ চন্দ্রকে সেই কার্য্যের মূল্য দিল, এই বৃত্তান্তদ্বারা আনন্দ সরলভাবে চন্দ্রের প্রতি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ভার দিল, ইহার প্রমাণ হওয়াতে চন্দ্র আনন্দের পক্ষে কর্ম্মকারক স্বরূপ না হইয়া আপনার পক্ষে বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিল। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ কোন দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া কুটিলভাবে তাহার অবৈধ ব্যবহার করিল, এই অপরাধে তাহার নামে অভিযোগ হয়, তাহাতে আনন্দ যে সময়ে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিল, সেই সময়ে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না, এই কথা সরলভাবে জানিত কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

আনন্দ যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে ঐ দ্রব্য হারাইবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা যায় যে, ঐ দ্রব্যে প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাইতে না পাইবার কথায় আনন্দ সরলভাবে বিশ্বাস করিল না। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

চন্দ্র সেই দ্রব্য হারাণ যাইবার কথা শুনিয়া দ্রব্যের উপর মিথ্যা দাওয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতারণাভাবে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়াছিল, আনন্দ ইহা জানিত, কিম্বা তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। আনন্দ ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার কথা জানিলেও তাহার সরলভাবের অপ্রমাণ হয় না, এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা যাওয়াতে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দ বলরামকে বধ করিবার কল্পনায় তাহাকে গুলি করিল, এই অভিযোগ হইলে আনন্দের সেই কল্পনা প্রমাণ করিবার জন্যে সে পূর্ব্বেও বলরামকে গুলি করিয়াছিল, এই কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ঠ) আনন্দ বলরামের নিকট ভয় দর্শাইবার কয়েকখানি পত্র পাঠাইল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। ঐ ঐ পত্রের তাৎপর্য্য দর্শাইবার জন্যে আনন্দ পূর্ব্বে বলরামের নামে ভয় দর্শাইবার জন্য অন্য পত্র পাঠাইল, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ড) আনন্দ আপন স্ত্রী বামার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিবার অপরাধী কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

কথিত নির্দ্দয়াচরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে পরস্পরের ভাবসূচক যে যে কথা কহা গেল, তাহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঢ) বিষসেবন দ্বারা আনন্দের মৃত্যু হইল কিনা, এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ পীড়ার সময়ে আপন পীড়ার যে যে লক্ষণ জানাইল, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আনন্দ যে সময়ে আপন জীবনের উপর বিমা গ্রহণ করে, সেই সময়ে তাহার শরীরের কি ভাব ছিল, এই প্রশ্ন হয়।

সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ আপন শরীরের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যে কথা কহিল, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(ত) কোন এক গাড়ীর ব্যবহার করা যুক্তিমতে উচিত নয়, বলরাম আনন্দকে সেই গাড়ী ভাড়া দেওয়াতে আনন্দের হানি হইলে, আনন্দ বলরামের নামে অমনোযোগের অভিযোগ করে

পূর্ব্ব কোন কোন সময়ে বলরামকে ঐ গাড়ীর দোষের কথা বলা গিয়াছিল, এই কথা প্রাসঙ্গিক।

বলরাম যে যে গাড়ী ভাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে নিয়ত অমনোযোগ প্রকাশ করে, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(থ) আনন্দ পূর্ব্ব কল্পনা করিয়া বলরামকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে বধাপরাধে আনন্দের বিচার হয়

আনন্দ পূর্ব্বেও কএকবার বলরামকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল, এই কথা দ্বারা বলরামকে গুলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

আনন্দ আর আর লোককে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িত, এই কথা অপ্রাসঙ্গিক

(দ) কোন অপরাধ হেতুক আনন্দের বিচার হয়

আনন্দ সেই অপরাধ করিবার কল্পনাপ্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

সেই প্রকারের অপরাধ করিবার সাধারণ ভাবপ্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক

কার্য্য অকস্মাৎ, কল্পনাপূর্ব্বক না করা গেলে এই বিষয়ে যে বৃত্তান্ত বর্ত্তে, তাহার কথা

১৫ ধারা। কোন কার্য্য অকস্মাৎ, কল্পনাপূর্ব্বক করা গেল, এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ক্রিয়া তদনুরূপ কার্য্যশ্রেণীর একাংশ ছিল ও সেই প্রত্যেক ঘটনায় ক্রিয়াকারী ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের ঘরের উপর বিমা লওয়া গিয়াছে আনন্দ সেই বিমার টাকা পাইবার আশয়ে আপনার গৃহদাহ করে, ইহা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল

আনন্দ ক্রমশঃ অনেক ঘরে বাস করিয়াছে প্রত্যেক ঘরের উপর বিমা গ্রহণ হইয়াছিল, প্রত্যেক ঘরে আগুন লাগিল, এক এক ঘর দগ্ধ হইলে আনন্দ বিমার ব্যবসায়ী কোন আফিস হইতে টাকা পাইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্তদ্বারা জানা যায় যে, অকস্মাৎ আগুন লাগে নাই অতএব সেই সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের খাতকদের নিকট টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত হয়। টাকা

পাইলে খাতায় জমা দেওয়া আনন্দের কর্ত্তব্য কোন সময়ে যত টাকা পাইল, খাতায় তাহার কম টাকা জমা দিল

আনন্দ সেই মিথ্যা কথা অকস্মাৎ বা কল্পনা না করিয়া লেখে এই প্রশ্ন হইল।

সেই খাতায় আনন্দের লিখিত আর আর কথা মিথ্যা ও প্রত্যেকবার সেই মিথ্যা কথা লেখাতে তাহার লাভ হইল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) আনন্দ বলরামকে প্রতারণাপূর্ব্বক কৃত্রিম টাকা দিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়।

ঐ টাকা দেওয়া অকস্মাৎ হইয়াছিল কি না

বলরামকে ঐ টাকা দিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ চন্দ্রকে ও দীননাথকে ও ঈশানকে কৃত্রিম টাকা দিয়াছিল, এই বৃত্তান্তের দ্বারা জানা যায় যে বলরমকে ঐ মুদ্রা দেওয়া আকস্মিক কার্য্য নয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

কার্য্যের ধারা যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

১৬ ধারা বিশেষ কোন ক্রিয়া করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইলে কার্য্য করিবার যে বিশেষ ধারা প্রচলিত আছে, উক্ত ক্রিয়া সেই ধারানুসারে করা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

উদাহরণ

(ক) কোন পত্র পাঠান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল

কার্য্যের ধারানুসারে যত পত্র ডাকে যাইবে, তাহা কোন বিশেষ স্থানে রাখা গিয়া থাকে, উক্ত পত্রও সেই স্থানে রাখা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(খ) বিশেষ একটি পত্র আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না, এই প্রশ্ন হইলে সেই পত্র নিয়মিতমতে ডাকঘরে দেওয়া গিয়াছিল এবং ডেডলেটের আফিস হইতে তাহা ফিরিয়া পাঠান যায় নাই, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

স্বীকারবাক্যের কথা।

স্বীকারবাক্যের অর্থের কথা।

১৭ ধারা। বাচনিক কি লিখিত যে কথা দ্বারা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয়, তাহা নিম্নলিখিত কোন অবস্থায় নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কহা গেলে বা লেখা গেলে তাহাই স্বীকারবাক্য।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষের বা তাহার মোক্তারের কথা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা

১৮ ধারা আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের এক পক্ষ কিম্বা আদালত ভাবগতিক বিবেচনায় তাহার যে মোক্তারকে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ঐ পক্ষ হইতেই স্বীকারবাক্য কহিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই মোক্তার যে উক্তি করে, তাহা স্বীকারবাক্য

অর্থী স্বত্বাভিষিক্তস্বরূপ যে উক্তি করে, তাহা স্বীকারবাক্য হওয়ার কথা।

মোকদ্দমার একতর পক্ষ স্বত্বাভিষিক্তস্বরূপে নালিশ করিলে বা তাহার নামে নালিশ

হইলে, সেই স্থলাভিষিক্ত পদে থাকিতে, যে উক্তি করে, তাহা স্বীকারবাক্য, নতুবা স্বীকার বাক্য নয়

বিবাদীয় বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ থাকে, তাহাদের স্বীকারবাক্যের কথা

(১) যে বিষয় লইয়া কার্য্যানুষ্ঠান হয়, সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের অধিকারিত্ব, কি ধন-টিত কোন স্বার্থ থাকে, তাহারা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ কিম্বা

যে ব্যক্তির স্থানে স্বার্থ পাওয়া গেল, তাহার উক্তির কথা।

(২) যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয়, সেই বিষয়ে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বার্থ যে ব্যক্তিদের দ্বার উৎপন্ন হইল সেই ব্যক্তিরা।

তাহাদের সেই স্বার্থ থাকিতে যে কথা কহে তাহাই স্বীকারবাক্য

মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের অবস্থার প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাদের স্বীকারবাক্যের কথা।

১৯ ধারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষের যে ব্যক্তিদের অবস্থার কি দায়ের প্রমাণ করা আবশ্যক, সেই ব্যক্তিদের দ্বারা কিম্বা তাহাদের নামে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় যদি সেই অবস্থা কিম্বা সেই দায়সম্পর্কে ঐ স্বীকারবাক্য তাহাদের বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক হইত এবং যদি ঐ ব্যক্তিরা সেই অবস্থায় কিম্বা সেই দায়ের অধীন থাকিতে সেই উক্তি করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সেই কথা স্বীকারবাক্য

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিমিত্ত খাজনা আদায় করিবার কার্য্য গ্রহণ করে

চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে খাজনা পাওনা আছে, আনন্দ তাহা আদায় না করাতে বলরাম তাহার নামে নালিস করে।

আনন্দ কহে যে চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজনা পাওনা নাই।

চন্দ্র কহে যে বলরামের নিকট আমার খাজনা দেনা আছে, ইহা স্বীকারবাক্য এবং চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজনা পাওনা নয়, আনন্দ যদি এই কথা কহে, তবে আনন্দের বিপক্ষের ঐ স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক।

মোকদ্দমার এক পক্ষ যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে, তাহার স্বীকারবাক্যের কথা

২০ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষ বিবাদীয় কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্যে অন্য যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে, সেই ব্যক্তির উক্তি স্বীকার বাক্য

উদাহরণ

আনন্দ বলরামকে এক ঘোড়া বিক্রয় করিল। সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ কি না এই প্রশ্ন হইলে।

আনন্দ বলরামকে কহে, তুমি গিয়া চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, চন্দ্র সকল বৃত্তান্ত জানে, এই স্থলে চন্দ্রের কথা স্বীকারবাক্য।

সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বা বিপক্ষে স্বীকারবাক্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা

২১ ধারা স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক ও সেই বাক্যবাদীর কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার

স্বার্থাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কথা কহে, সে কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্বত্বাভিষিক্ত নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে না

(১) যে ব্যক্তি স্বীকারবাক্য কহে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ঐ বাক্যের ভাবপ্রযুক্ত যদি ৩২ ধারা মতে সেই বাক্য তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে সেই ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

(২) কোন ব্যক্তির মনের কি শরীরের যে ভাব প্রাসঙ্গিক কি ইসুঘটিত হয়, সেই ভাব থাকিতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে মানসিক কি শারীরিক সেই ভাব বিষয়ে যে স্বীকারবাক্য কহা যায় ও যে আচরণদ্বারা ঐ কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয়, তৎকালে এমত আচরণ হইলেও ঐ বাক্যবাদী ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে, কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

(৩) স্বীকারবাক্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক না হইয়া স্বীকারবাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ বাক্যবাদী তাহার প্রমাণ করিতে পারিবে, কিম্বা তৎপক্ষে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) অমুক দলীলখানি জাল করা কি না এই বিষয় লইয়া আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হয়। আনন্দ দলীল খানি প্রকৃত বলে, বলরাম কৃত্রিম বলে

বলরাম ঐ দলীল যে প্রকৃত বলিয়াছে, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে। ও আনন্দ ঐ দলীল যে কৃত্রিম বলিয়াছে, বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে কিন্তু আনন্দ যে আপনি ঐ দলীল প্রকৃত বলিয়াছে, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না এবং বলরাম যে আপনি ঐ দলীল কৃত্রিম বলিয়াছে, বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না

(খ) কোন জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাওন প্রযুক্ত ঐ জাহাজের আনন্দ নামক কাপ্তানের বিচার হয়।

ঐ জাহাজের যে পথে যাওয়া উচিত, সেই পথ ভিন্ন অন্য পথে চালান হইয়াছিল, ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়

আনন্দ প্রতিদিন হিসাব করিয়া জাহাজের পথ নিরূপণ করিয়া রীতিমতে যে বহীতে লিখিত, সেই বহী দেখাইলে তাহাতে দেখা গেল যে, জাহাজের যাইবার উপযুক্ত পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া গেল না আনন্দের যদি মৃত্যু হইত, তবে ৩২ ধারার ২ প্রকরণমতে তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। অতএব আনন্দ ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

(গ) কলিকাতায় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই তারিখে লাহোরে থাকিয়া এক পত্র লিখিল। লাহোরের ডাকঘরের সেই তারিখের ছাপ ঐ পত্রে আছে, আনন্দ সেই পত্র দেখায়।

আনন্দের মৃত্যু হইলে ৩২ ধারার ২ প্রকরণমতে পত্রের সেই তারিখসূচক উক্তি গ্রাহ্য হইত, অতএব তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য

(ঘ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল

সে ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যের ন্যূন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল না, এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে

এই কথা স্বীকারবাক্য হইলেও আনন্দ তাহার প্রমাণ করিতে পারে, কারণ ইস্থঘটিত বৃত্তান্তের দ্বারা তাহার যে কার্য্যের প্রবৃত্তি হইল, উক্ত কথা দ্বারা সেই কার্য্যের ব্যাখ্যা হয়।

(ঙ) আনন্দ কৃত্রিম মুদ্রা জানিয়া প্রতারণাক্রমে নিকটে রাখে, তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই মুদ্রা কৃত্রিম সন্দেহ করিয়া কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহার পরীক্ষা করিতে কহিলে, পরীক্ষা করিয়া তাহা অকৃত্রিম জানাইয়াছিল, আনন্দ এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে।

ইহার পূর্ব্ব উদাহরণের উল্লিখিত কারণে আনন্দ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারিবে।

দলীলের মর্ম্মবিষয়ে বাচনিক স্বীকারবাক্য যে স্থলে
প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

২২ ধারা। কোন পক্ষ দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করিলে, নিম্নলিখিত বিধিমতে তাহার ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ প্রমাণ দিবার স্বত্ব আছে, ইহা না দর্শাইলে, কিম্বা ঐ দলীল যে প্রকৃত, এই বিষয়ের বিবাদ না হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের বাচনিক স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক নয়

দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকারবাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

২৩ ধারা দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকারবাক্যের প্রমাণ দেওয়া যাইবে না, এই মর্ম্মের স্পষ্ট নিয়মে, কিম্বা তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে না, আদালত যাহাতে উভয় পক্ষের একমত ঐক্যবাক্য হওয়ার অনুভূতি পান, এমত ভাবগতিকে ঐ স্বীকারবাক্য কহা গেলে, তাহা প্রাসঙ্গিক নয়।

ব্যাখ্যা —১২৬ ধারামতে বারিষ্টারের কি প্লীডারের কি মোক্তারের কি উকীলের যে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেই হইবে, এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাঁহারা সেই কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

প্রবৃত্তি দেওনের কি ভয় দর্শাওনের কিম্বা প্রতিজ্ঞা করণের বলে
অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

২৪ ধারা ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে তৎসম্পর্কে প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিম্বা ভয় দেখাইতে কিম্বা কোন অঙ্গীকার করাতে, সে ঐ অপরাধ স্বীকার করে এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি, তবে উপস্থিত মোকদ্দমা সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে, কিম্বা আমি কিয়ৎকালীন বিপত্তি হইতে এড়াইতে

পারিব, প্রবৃত্তিদায়ী ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন লোক হওয়াপ্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমত অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে, ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হয়।

পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট অপরাধ স্বীকার হইলে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

২৫ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকার করা গেলে ঐ স্বীকার-বাক্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ স্বীকার করিলে, সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলে, যদি মিজ্‌ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎই স্বীকার না করে, তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন কথার কি অপরাধ স্বীকার করণদ্বারা বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে, যতদূর সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়, ততদূর সেই উক্তি প্রমাণ হইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা। পরন্তু কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের রক্ষণে থাকিতে, তাহার স্থানে সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত কোন বৃত্তান্ত জানা গেল বলিয়া সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া গেলে, সেই সন্ধান অপরাধ স্বীকার করার তুল্য হইলে বা না হইলেও তদ্দ্বারা প্রকাশিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সন্ধানের যতদূর স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে, ততদূর সেই সন্ধানের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

প্রবৃত্তি দেওন কিম্বা ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার দ্বারা মনের যে সংস্কার হয়, তাহা নিরাকরণ হওনান্তর স্বীকারবাক্যের কথা।

২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রবৃত্তি দেওন কি ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার করণদ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মে, তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইলে পর, ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার-বাক্য কহা গেল, আদালতের এমত বিবেচনা থাকিলে, সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ স্বীকার প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলেও, গোপনে রাখিবার প্রতিজ্ঞা হেতুক অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ার কথা।

২৯ ধারা। অপরাধ স্বীকার করণান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে, যদি কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে স্বীকার করা যায়, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার কল্পনা হওয়াতে তাহার পক্ষে প্রতারণার কার্য্য কিম্বা সে মাতাল হইয়া স্বীকার করে, কিম্বা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল না, এমত প্রশ্নে যে কোন প্রকারের বাক্যে প্রয়োগ করা যাউক, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওনকালে, কিম্বা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয়, ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে, কেহ তাহাকে এইমত সতর্ক না করাতে, যদি সে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে, তবে কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

একই অপরাধের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তির বিচার হইলে একজন যাহা
স্বীকার করে, তাহাতে অন্যদের লাভ কি ক্ষতি
হইলে তদ্বিষয়ের বিবেচনার কথা।

৩০ ধারা। একই অপরাধের নিমিত্তে কয়েক ব্যক্তির একত্র বিচার হওনকালে, যদি তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি আপনার এবং উক্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপকার কি অপকারজনক কোন কথা স্বীকার করে, তবে তাহার প্রমাণ হইলে আদালত নিজ স্বীকারকারী ব্যক্তির বিপক্ষে ও সেই অন্য ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ স্বীকারবাক্যের ফল বিবেচনা করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রকে বধ করণাপরাধে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের একত্র বিচার হইতেছে। "বলরাম ও আমি চন্দ্রকে বধ করিলাম" আনন্দের এই কথার প্রমাণ করা গেল। বলরামের বিপক্ষে সেই স্বীকারবাক্যে যে ফল হইতে পারে, আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(খ) চন্দ্রকে বধ করিল বলিয়া আনন্দের বিচার হয়, আনন্দ [redacted] বলরাম উভয়েই চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল এবং বলরাম কহিল যে, আনন্দ ও আমি চন্দ্রকে বধ করিয়াছিলাম, এই এই কথার প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য আছে।

এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম উভয়ের একত্র বিচার না হওয়াতে আনন্দের বিপক্ষে সেই কথার যে ফল হয়, আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন না।

স্বীকারবাক্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলে তদ্দ্বারা বাধা হইবার কথা।

৩১ ধারা। যে বিষয়ের স্বীকার হয়, ঐ স্বীকারবাক্য সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়। কিন্তু নিম্নলিখিত বিধানমতে বাধকস্বরূপ তাহার ফল দর্শিতে পারিবে।

যে ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা যাইতে পারে না, তাহাদের উক্তির কথা।

মৃত কিম্বা অনুদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্তির উক্তি যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে অথবা অনেক সময় হরণ ও অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া ততকাল বিলম্ব ও তত টাকা খরচ করা অযুক্তি জ্ঞান করিলে, ঐ ব্যক্তির উক্তি নিম্নলিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

মৃত্যুর হেতু বিষয়ক উক্তি।

(১) মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আপনার মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল, কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয়, সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের বিষয়ে যে কথা কহিল, সেই কথা।

সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে কি না থাকিলেও এবং আনুষঙ্গিক যে কার্য্যে তাহার মৃত্যুর কারণ হইবার তর্ক হয়, সেই কার্য্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়

ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারামত উক্তি।

(২) ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে ঐ উক্তি করিলে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে কিম্বা আপন বৃত্তিঘটিত কর্ম্ম নিষ্পাদনকালে যে খাতাবহী প্রভৃতি রাখিত, সেই বহীর লিখিত কোন দফা কিম্বা স্মরণার্থ কথা লইয়া কিম্বা টাকা কি মাল কি নিদর্শনপত্র বা কোন প্রকারের সম্পত্তি পাইবার যে রসীদ লিখিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহা লইয়া, কিম্বা বাণিজ্যকার্য্যে যে দলীলের ব্যবহার হয়, তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত সেই দলীল লইয়া, কিম্বা সে সচরাচর যে পত্রের কি অন্য দলীলের তারিখ লিখিত, কিম্বা যে পত্র কি অন্য দলীল লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিত, সেই পত্রাদির তারিখ লইয়া ঐ উক্তি হইলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়

ঐ বাক্যবাদীর স্বার্থের বিপক্ষ উক্তি

(৩) যে ব্যক্তি সেই কথা কহে সেই উক্তি যদি তাহার ধন কিম্বা অধিকারবিত্ত ঘটিত স্বার্থের বিপক্ষ হয়, কিম্বা সেই উক্ত সত্য হইলে, যদি তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ কিম্বা হানিপূরণের মোকদ্দমা হইতে পারে, কি হইতে পারিত, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

সাধারণের স্বত্ব কি রীতি কি স্বার্থযুক্ত বিষয়ের অভিমতসূচক উক্তি

(৪) সাধারণ যে স্বত্ব কি রীতি কিম্বা সাধারণের স্বার্থযুক্ত যে বিষয় থাকিলেই ঐ ব্যক্তির সেই বিষয় অবশ্য জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা, যদি এমত স্বত্বাদি থাকার বিষয়ে তাহার অভিমত লইয়া ঐ উক্তি হইয়া থাকে, এবং সেই স্বত্বের কি রীতির কি বিষয়ের কোন বিবাদ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই উক্তি করা যায় তবে ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

সগোত্রক্রমে কি বিবাহদ্বারা কি দত্তক দ্বারা সম্বন্ধের উক্তি

(৫) কোন ব্যক্তিদের মধ্যে সগোত্রক্রমে কি বিবাহদ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তি করে, যদি সেই সগোত্রক্রমে বিবাহদ্বারা কি দত্তক দ্বারা সম্বন্ধ থাকার বিষয়ে তাহার জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকে ও বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ সগোত্রক্রমে কি বিবাহদ্বারা কি দত্তক দ্বারা সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহার উক্তি হইয়া থাকে, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক

মৃতব্যক্তির উইলে কি দলীলে যে উক্তি করা যায় তাহা

(৬) যে ব্যক্তিরা গত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন সগোত্রক্রমে কি বিবাহ দ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ থাকার বিষয়ে ঐ উক্তি হইলে, এবং উক্ত কোন ব্যক্তি যে পরিবারের লোক ছিল, সেই পরিবারের বিষয় ব্যাপারঘটিত কোন উইলে কি দলীলে কিম্বা পরিবারের বংশাবলীতে কিম্বা কবরের উপর কোন পাতর কিম্বা ছবি প্রভৃতি যে দ্রব্যে তদ্রূপ উক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ উক্তি করা গেলে এবং বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ উক্তি করা গেলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

১৩ ধারার (ক) প্রকরণের উল্লিখিত ব্যাপারবিষয়ক উক্তির কথা

(৭) ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে যে ব্যাপারের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্রূপ কোন ব্যাপার-সম্বন্ধীয় কোন দলীলে কি উইলে কিম্বা অন্য লেখাপ্রসঙ্গে ঐ উক্তি থাকিলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক

. বিবাদীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ভাবপ্রকাশক অনেক ব্যক্তির উক্তি।

(৮) অনেক ব্যক্তি একই উক্তি করিলে, সেই উক্তি দ্বারা বিবাদীয় বিষয়ে তাহাদের চেতনা কি মনোগত ভাব ব্যক্ত হইলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ

(ক) বলরাম আনন্দকে বধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

কোন ব্যাপারে আদরমণিকে অনেক প্রকারে তাড়না করা গিয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহাকে বলাৎকার করা গেল বলরাম তাহাকে বলাৎকার করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ যে গতিকে বলরামকর্তৃক হত হয়, তদ্বিবেচনায় আনন্দের স্ত্রী বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন হইল

উক্ত হত্যা ও বলাৎকার ও নালিশ করণোপযুক্ত অন্যায় কার্য্যসম্পর্কে আনন্দ কিম্বা আদরমণি আপন মৃত্যুর কারণ বিষয়ে যে কথা কহিল, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) কোন্ তারিখে আনন্দের জন্ম হয়, এই প্রশ্ন হইল

মৃত ডাক্তার আপন কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন, তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে আনন্দের মাকে দেখিতে গিয়া তাহার একটি পুত্র প্রসব করাইলাম, এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে আনন্দ কলিকাতায় ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত উকীল কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন, তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে নির্দ্দিষ্ট অমুক কার্য্য বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিবার জন্যে কলিকাতা নগরের অমুক স্থানে তাহার নিকট গেলাম এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(ঘ) বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজ অমুক দিবসে খুলিয়া গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

ঐ জাহাজের বোম্বাই দ্রব্য লণ্ডন নগরস্থ যে ব্যক্তিদের নামে পাঠান গেল, সওদাগরী কুঠীর এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট উক্ত জাহাজ বোম্বাই বন্দর হইতে অমুক দিবসে যাত্রা করিল, এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পরে মরিল, এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(চ) আনন্দকে অমুক জমীর খাজানা দেওয়া গিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের গোমস্তা তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া কহিল, আমি তোমার ঐ খাজানা পাইয়াছি তোমার কথনমতে তাহা রাখিয়াছি, পরে গোমস্তার মৃত্যু হয় ঐ পত্র প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ছ) আদরমণির সহিত বলরামের বৈধ বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

যে ভাবগতিক থাকিলে, তাহাদের বিবাহ করা অপরাধ হয়, কোন আচার্য্য কহেন, এমন ভাবগতিকে আমি তাহাদের বিবাহ সাধন করিয়াছি ঐ আচার্য্যের মৃত্যু হইলেও ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক

(জ) আনন্দ নামক অনুদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র লিখিয়াছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া তাহাতে সেই দিনেরই তারিখ দিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ঝ) জাহাজ ভঙ্গ হইবার কারণ কি, এই প্রশ্ন হইল।

কাপ্তানকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি জাহাজের যাত্রার আপত্তি করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) নির্দ্দিষ্ট অমুক পথ সাধারণের গমনীয় পথ কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ নামক গ্রামের মৃত মণ্ডল ঐ পথ সাধারণের গমনীয় পথ কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ঠ) নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট হাটে শস্য কি দরে বিক্রয় হইয়াছিল, এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত বণিক আপন ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে শস্যের অমুক দর লিখিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(ড) মৃত আনন্দ বলরামের পিতা কি না, এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম আমার সন্তান, তাহার এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

কোন্ দিনে আনন্দের জন্ম হয়, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের মৃত পিতা কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া অমুক দিনে আনন্দের জন্ম হয়, এই কথা লিখিয়াছিল ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না, ও কখন এই বিবাহ হয়, এই প্রশ্ন হইল।

চন্দ্র নামক আদরমণির মৃত পিতা কোন বহীতে অমুক তারিখে আমার কন্যার সহিত বলরামের বিবাহ হয়, এই কথা লিখিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

(ত) ব্যঙ্গভাবের কোন ছবি কোন ব্যক্তির দোকানের দ্বারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া গেলে, আনন্দ অপবাদের অভিযোগ বলরামের নামে নালিশ করে ঐ ব্যঙ্গভাবের ছবি ও তাহার অপবাদজনক ভাব উভয়ে মিলে কি না, এই প্রশ্ন হয় লোকেরা দাঁড়াইয়া ছবি দেখিয়া এই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক

ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

৩৩ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার সম্মুখে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে পর মরিল, কিম্বা অনুদ্দেশ্য

হইল, কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইল, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাহাকে গোপনে রাখা গেল, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যতকাল বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয়, মোকদ্দমার ভবগতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত খরচ করা অযুক্তি এই স্থলে ঐ সাক্ষ্যে যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয়, তাহার সত্যতাব প্রমাণার্থ সেই সাক্ষ্য পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমায় কিম্বা সেই মোকদ্দমার কার্য্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে যাহারা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী ছিল, পশ্চাৎ মোকদ্দমায় তাহারাই কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধি বাদী প্রতিবাদী হওয়া এবং

পূর্ব্বে মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব ও সুযোগ থাকা এবং

পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ইসুতে যে যে প্রশ্ন হয়, দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ভাবতঃ সেই সেই প্রশ্ন হওয়া প্রয়োজন

ব্যাখ্যা। এই ধারার অর্থানুসারে ফৌজদারী বিচার কি অনুসন্ধান কার্য্য অভিযোগী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য জ্ঞান হইবে।

বিশেষ ভাবগতিকে যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

খাতা বহীর লিখিত কথা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

৩৪ ধারা আদালতে যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ধারাক্রমে নিয়মিতরূপে রক্ষিত খাতাবহীর লিখিত কোন কথা সেই বিষয় সম্পর্কীয় কথা হইলে, তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল সেই উক্তিই কোন ব্যক্তির নামে দায়ের ভারার্পণের যথোচিত সাক্ষ্য হইবে না।

উদাহরণ

আনন্দ বলরামের নামে ১০০, টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া আপন খাতার হিসাবে বলরামের তত টাকার ঋণের প্রমাণ করে। ঐ খাতাবহীর লিখিত কথা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু অন্য সাক্ষ্য না থাকিলে কেবল তদ্দ্বারা ঐ ঋণের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না

আইনমতে নির্দ্ধারিত কার্য্যসম্পাদনের রাজকীয় কাগজপত্রের যে কথা লেখা থাকে, তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

৩৫ ধারা রাজকীয় কিম্বা কার্য্যসংক্রান্ত কোন বহীতে কি রেজিষ্টরে কি কাগজপত্রে ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তসূচক যে কথা লেখা থাকে রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার পদের কার্য্য সম্পাদনক্রমে ঐ কথা লিখিলে, কিম্বা ঐ বহী কি রেজিষ্টর কি কাগজপত্র অন্য দেশে রাখা গেলে, অন্য ব্যক্তি সেই দেশের আইনের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনক্রমে সেই কথা লিখিলে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

ম্যাপ ও নক্সা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৬ সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশিত ম্যাপে কি চার্টে কিম্বা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে লিখিত ম্যাপে কি নক্সায় সামান্যতঃ যে বিষয় লেখা কি বর্ণিত থাকে, সেই সেই বিষয়ে ঐ ম্যাপ প্রভৃতিতে ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি থাকে, তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

গবর্ণমেণ্টের কোন আইনে কি জ্ঞাপনপত্রে সাধারণভাবের বৃত্তান্তবিষয়ক যে উক্তি থাকে, তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

৩৭ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে বৃত্তান্ত থাকে, এমত বৃত্তান্তের সত্যাবিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, পার্লামেণ্টের কোন আইনের কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল সাহেবের কিম্বা মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আইনের কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কি লণ্ডন গেজেটে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন উপনিবেশের কি অধিকৃত দেশের যে মুদ্রিতপত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলিয়া খ্যাত হয়, সেই সেই পত্রে প্রকাশিত কোন জ্ঞাপনীয় উল্লিখিত কথায় উক্ত বৃত্তান্তের যে কথা প্রকাশ করা যায়, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

ব্যবস্থাগ্রন্থের উক্তির কথা।

৩৮ ধারা কোন দেশের ব্যবস্থা বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, ঐ ব্যবস্থা যে পুস্তকের মধ্যে থাকে, ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে মুদ্রিত কি প্রকাশিত বলিয়া সেই পুস্তকে ঐ ব্যবস্থাবিষয়ক কোন কথা, এবং ঐ দেশের আদালতের বিধির রিপোর্ট বলিয়া যে পুস্তকে ঐ বিধি প্রকাশ হয়, সেই পুস্তকের লিখিত রিপোর্ট প্রাসঙ্গিক হয়

উক্তির যে অংশের প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

উক্ত কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কি পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর একাংশ হইলে যে সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৯ ধারা যে উক্তির সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা দীর্ঘতর উক্তির কি কথোপকথনের কিম্বা পৃথক্ দলীলের একাংশ কিম্বা যে দলীল পুস্তকের কিম্বা পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর অংশ হয়, সেই দলীলের একাংশ হইলে সেই বিশেষ স্থলে উক্তির ভাব ও ফল ও তাহা যে ভাবগতিকে কহা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার নিমিত্তে আদালত ঐ উক্তির কি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কিম্বা পত্র কি লিপি শ্রেণীর যে অংশ আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই অংশের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে, তদধিকের অধিক নয়

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা কি বিচার নিবারণার্থে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি প্রাসঙ্গিক হইবার কথা

৪০ ধারা কোন বিশেষ মোকদ্দমা আদালতের গ্রাহ্য কিম্বা বিচার করা কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্ন হইলে যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী হইলে, সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে, কিম্বা তাহার অনুসন্ধান লইতে নিষেধ হয়, এমত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রবেট প্রভৃতির বিচারাধিপত্য সম্পর্কে নিষ্পত্তির কথা

৪১ ধারা কোন ব্যক্তির ব্যবস্থাসম্মত পদ থাকা, কিম্বা দ্রব্য বিশেষে তাহার স্বত্ব থাকা যদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালত প্রবেট দেওনের কথা বিবাহ বা আহাজ সম্বন্ধীয় বা ধণশোধনের ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যক্রমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী করিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থাসম্মত সেই পদ প্রদান করিলে, কিম্বা তাহা হইতে সেই পদ হরণ করিলে, কিম্বা তাহাকে সেই পদের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে, কিম্বা তাহাকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিপক্ষ ভিন্ন নিরপেক্ষভাবে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

তদ্রূপ কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীর দ্বারা ব্যবস্থাসম্মত যে পদ প্রদত্ত হয়, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রবল হওন সময়েই সে পদ বর্ত্তিল।

ও তদ্দ্বারা উক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাসম্মত পদের স্বত্ববান্ বলিয়া প্রকাশ করা গেল, উক্ত নিষ্পত্তিতে কি আজ্ঞাতে কি ডিক্রীতে সেই ব্যক্তির সেই পদ বর্ত্তিবার যে সময় প্রকাশ হইল, সেই সময়েই তাহার সেই পদ বর্ত্তিল

ও সেই নিষ্পত্তিক্রমে উক্ত কোন ব্যক্তির স্থানে ব্যবস্থাসম্মত পদ হরণ করা গেলে, নিষ্পত্তিতে কি আজ্ঞাতে কি ডিক্রীতে তাহার সেই পদ রহিত হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সময়াবধি তাহার সেই পদ রহিত হইল।

ও সেই নিষ্পত্তিতে কি আজ্ঞাতে কি ডিক্রীতে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যে স্বত্ববান্ প্রকাশ হইলে, নিষ্পত্তি আদিতে ঐ সম্পত্তি যে সময়ে তাহার সম্পত্তি হইল বা হইবে বলিয়া প্রকাশ হয়, সেই সময়াবধি ঐ সম্পত্তি আদি তাহারই ছিল,

পূর্ব্বোক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী এই সকল কথার সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

তৃতীয় ব্যক্তিদের প্রাপ্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয় বা না হয়, তাহার কথা।

৪২ ধারা। ৪১ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী ছাড়া যদি কোন নিষ্পত্তি প্রভৃতি অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিক সাধারণ স্বার্থের বিষয় লইয়া হয়, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেই নিষ্পত্তিপত্রে কি আজ্ঞাপত্রে কি ডিক্রীতে যাহা ব্যক্ত হয়, ঐ নিষ্পত্ত্যাদি তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়

উদাহরণ।

বলরাম আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে। বলরাম কহে যে, সেই ভূমিতে সাধারণের পথস্বত্ব আছে। আনন্দ তাহা অস্বীকার করে।

আনন্দ অন্য মোকদ্দমায় চন্দ্রের নামে সেই স্থানে অনধিকার প্রবেশ করণাভিযোগে নালিশ করে, চন্দ্রও সেই পথস্বত্ব থাকার কথা কহিলে, তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল।

উক্ত মোকদ্দমায় চন্দ্রের পক্ষে ডিক্রী থাকা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত, কিন্তু তাহা সেই পথস্বত্ব থাকার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

যে নিষ্পত্ত্যাদি প্রাসঙ্গিক নয়, তাহার কথা

৪৩ ধারা ৪০, ৪১ ও ৪২ ধারায় যে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা ও ডিক্রীর উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে আছে, এই কথা এই আইনের অন্য কোন বিধানমতে প্রাসঙ্গিক না হইলে অপ্রাসঙ্গিক হয়

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ও বলরামের নামে অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়াতে, দুই জনে চন্দ্রের নামে অপবাদের স্বতন্ত্র দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করে ঐ দুই মোকদ্দমায় অপবাদ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা সত্য, চন্দ্র এই উত্তর করে এবং ভাবগতিকে দৃষ্ট হয় দুই মোকদ্দমায় সেই কথায় সত্য, কিম্বা উভয় মোকদ্দমায় অসত্য হওয়ার সম্ভাবনা।

চন্দ্র আপনার নির্দ্দোষীতাব প্রমাণ করিতে না পারাতে আনন্দ তাহার বিপক্ষে হানিপূরণের ডিক্রী পাইলেন বলরাম ও চন্দ্র এই দুইয়ের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক

(খ) আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির সহিত বলরাম ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

বলরাম কহে যে চন্দ্রমণি আনন্দের স্ত্রী নয়, কিন্তু আদালত বলরামের পরদারগমনাপরাধ নির্ণয় করেন

পশ্চাৎ চন্দ্রমণি আনন্দের বর্ত্তমানে বলরামকে বিবাহ করে বলিয়া, তাহার নামে নালিশ হয় চন্দ্রমণি কহে, বলরামের সঙ্গে আমার কখন বিবাহ হয় নাই।

বলরামের বিপক্ষে পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহা চন্দ্রমণির বিপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম আমার গোরু চুরি করিয়াছে বলিয়া, আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে। ও বলরামের অপরাধ নির্ণয় হয়।

বলরামের অপরাধ নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে সে চন্দ্রের নিকট ঐ গোরু বিক্রয় করিয়াছিল, আনন্দ চন্দ্রের স্থানে ঐ গোরু ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাহার নামে নালিশ করে আনন্দের ও চন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ আছে, তৎসম্পর্কে বলরামের বিপরীত উক্তি নিষ্পত্তি অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ ভূমির অধিকার পাইবার নালিশে বলরামের বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়। তৎপ্রযুক্ত চন্দ্র নামক বলরামের সন্তান আনন্দকে বধ করে

ঐ ডিক্রী অপবাদের প্রবৃত্তিজনক কারণ প্রকাশ করে বলিয়া, সেই ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

প্রতারণার ও গণতার ও আদালতের অক্ষমতার প্রমাণ করিবার কথা।

৪৪ ধারা কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্যে ৪০ বা ৪১ কি ৪২ ধারামতে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক হইলেও, এক পক্ষ তাহা প্রমাণিত করিলে সেই ডিক্রী প্রভৃতি করিবার অক্ষম কোন আদালতের দ্বারা তাহা করা গেল কিম্বা গণতাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গেল, অন্য পক্ষ ইহা দর্শাইতে পারিবে।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা।

৪৫ ধারা যদি ভিন্নদেশীয় আইন কি বিজ্ঞান কি বিদ্যাগত কোন বিষয়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় হওন বিষয়ে, আদালতের অভিমত করা প্রযোজন হয়, তবে সেই ভিন্নদেশীয় আইনে ও বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় হাতের লিখন নিশ্চয় করণ বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে, সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়

উক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রবীণ বলা যায়

উদাহরণ

(ক) আনন্দ কোন বিষ খাইয়া মরিল কি না, এই প্রশ্ন হইল

যে বিষে আনন্দের মৃত্যু অনুমান হয়, সেই বিষয়ে কি কি লক্ষণ এই বিষয়ে প্রবীণ লোকদের যে অভিমত, তাহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ কোন ক্রিয়া করণ সময়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে সে অন্যায় বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে, ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা গেল, তাহা সামান্যতঃ মনের বিকৃতির প্রমাণ হয় কি না, এবং তদ্রূপে মনের বিকৃতি হইলে, লোক সামান্যতঃ আপনার ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে, এবং সে অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে, ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না, এই এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত, তাহা প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন দলীল আনন্দের লিখিত কি না, এই প্রশ্ন হইলে, অন্য যে দলীল আনন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ বা স্বীকার করা গেল, তাহাও উপস্থিত করা যায়

দুই দলীল একই ব্যক্তির না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত, তাহা প্রাসঙ্গিক

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতসম্পর্কীয় বৃত্তান্তের কথা

৪৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত করণান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও, প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, সেই স্থলে সেই বৃত্তান্ত ঐ অভিমতের প্রতিপোষক বা অযৌক্তিক হইলে প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ

(ক) আনন্দকে বিশেষ প্রকারের বিষ খাওয়ান গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

প্রবীণ লোকেরা সেই বিষযে যে যে লক্ষণ জানান বা অগ্রাহ্য করেন, অন্য লোক সেই প্রকারের বিষ খাইলে, তাহার সেই লক্ষণ দেখা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

(খ) বন্দরে নৌকাদির পথাবরোধ সমুদ্র তীরে পোস্তা বাঁধা প্রযুক্ত হইল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

তত্তুল্য অবস্থাপন্ন অন্য অন্য বন্দরে পোস্তা বাঁধা না হইলেও সেই সময়ে অবরোধ হইতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

হাতের লিখন বিষয়ে অভিমতের কথা

৪৭ ধারা। কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা স্বাক্ষর করা গেলে; এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার হাতের লেখা অন্য যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানে, ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তির লিখিত কি স্বাক্ষরিত আছে কি না, এই বিষয়ে তাহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়

ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে, কিম্বা আপনি কিম্বা আপনার অনুমতিক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লেখা গেলে, তাহার উত্তরস্বরূপ সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি পাইলে, কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়ত ধারাক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি নিত্য তাহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, সে ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তমরূপে জানে, এমত বলা যায়।

উদাহরণ

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে, তাহা লণ্ডন নগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না, এই প্রশ্ন হয়

বলরাম নামক কলিকাতার একজন বণিক আনন্দের নামে কএক পত্র লিখিয়াছে ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কয়েক পত্র পাইয়াছে বলরামের নামে যত পত্র আইসে, চন্দ্র নামক তাহার কেরাণী তাহা দেখিয়া নথীতে গাঁথিয়া রাখে দীননাথ বলরামের দালাল, আনন্দের লিখিত বলিয়া যত পত্র আসিত, বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথার বিষয়ে তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিত

এই স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও, সেই পত্র আনন্দের হস্তলিখিত কি না, এই বিষয়ে তাহাদের মত প্রাসঙ্গিক হয়।

স্বত্ব কি রীতিবিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

৪৮ ধারা। সাধারণের কোন রীতি কি স্বত্ববিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হইলে, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকিলে, যে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনা, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকার বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক

ব্যাখ্যা। "সাধারণের রীতি কি স্বত্ব বিষয়ে আদালতের অভিমত করা স্বত্ব" এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ রীতি বা স্বত্ব গণ্য।

উদাহরণ।

কোন গ্রামবাসীদের কোন বিশেষ কূপের জল লইবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার অর্থমতে তাহা সাধারণ স্বত্ব

আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা।

৪৯ ধারা। কোন লোকশ্রেণীর কি কুলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যের সংস্থিতির কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

কিম্বা প্রদেশ বিশেষে কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে কথা কি শব্দ চলে তাহার অর্থ বিষয়ে,

আদালতের অভিমতের প্রয়োজন হইলে, যে ব্যক্তিদের সেই সেই বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় থাকে, তাহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

কুটুম্বিতা বিষয়ের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

৫০ ধারা। দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা আছে কিনা, এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, সেই পরিবারের লোক হইয়া বা না হইয়াও যে ব্যক্তির সেই বিষয় জ্ঞাত থাকার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমত ব্যক্তি আচরণদ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত পরন্তু স্ত্রীসম্বন্ধখণ্ডনকরণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৪ বা ৪৯৫ বা ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারামতে যে মোকদ্দমা হয়, সেই কার্য্যে বা মোকদ্দমায় বিবাহের প্রমাণ করণার্থ উক্ত অভিমত প্রচুর নহে

উদাহরণ

(ক) আঙ্গরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল তাহাদের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিত ও সেই জ্ঞানানুসারে তাহাদের প্রতি আচরণ করিত এই বৃত্তান্ত, প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস সন্তান কি না, এই প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামের ঔরস সন্তান জ্ঞানে আচরণ করিত, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অভিমতের হেতু যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

৫১ ধারা। জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে, তাহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে, তাহাও প্রাসঙ্গিক

উদাহরণ

প্রবীণ ব্যক্তির অভিমত স্থির করণার্থে যে দ্রব্যের যদ্রূপ পরীক্ষাদি করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবে

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার কথা

দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরোপিত কর্ম্মের প্রমাণার্থে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হইবার কথা

৫২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম আরোপিত হয়, তাহার সেই কর্ম্ম করা সম্ভব কি অসম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যে তাহার চরিত্রের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রকারান্তরে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়, সেই বৃত্তান্তদ্বারা উক্ত চরিত্র প্রকাশ হইলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্ব সচ্চরিত্র প্রাসঙ্গিক হইবার কথা

৫৩ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সচ্চরিত্র এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হওয়ার কথা প্রাসঙ্গিক

কিন্তু উত্তরভিন্ন অন্য স্থলে পূর্ব্ব কুচরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৫৪ ধারা ফৌজদারী, মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, সে কুচরিত্র লোক এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু তাহার সচ্চরিত্রের প্রমাণ দেওয়া গেলে সেই কুচরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যাখ্যা —কোন ব্যক্তির কুচরিত্রই ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইলে এই ধারা খাটে না।

হানিপূরণের পক্ষে চরিত্রের কথা

৫৫ ধারা দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির হানিপূরণস্বরূপ কত টাকা পাওয়া উচিত, চরিত্রানুসারে তাহা ন্যূন কি অধিক হইতে পারিলে, সেই চরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

ব্যাখ্যা।—৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ ধারায় "চরিত্র" শব্দের মধ্যে খ্যাতি ও স্বভাব উভয় গণ্য কিন্তু কেবল সাধারণ খ্যাতি ও সাধারণ স্বভাবের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ খ্যাতি বা স্বভাব প্রকাশ হয়, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয়, তাহার কথা।

বিচারকার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার সাক্ষ্যের অপ্রয়োজনের কথা

৫৬ ধারা আদালত বিচারকার্য্যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই।

আদালত যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাহার কথ

৫৭ ধারা। আদালত বিচারকার্য্যের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন

(১) যে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এক্ষণে কি ইতিপূর্ব্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে, কি ছিল, বা ভাবীকালে হইবে তাহা।

(২) পার্লামেণ্টে সাধারণ স্বার্থের যে সকল আইন প্রণীত করিয়াছেন বা করেন এবং উক্ত পার্লামেণ্ট বিচারকার্য্যে স্থানবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন, তাহা।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিম্বা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন

(৪) উক্ত পার্লামেণ্টের এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভা-

বিষয়ক আইনানুসারে কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে স্থাপিত মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালী

ব্যাখ্যা —(২) ও (৪) প্রকরণের উল্লিখিত পার্লামেণ্ট শব্দে,

১ আয়রলণ্ড লইয়া গ্রেট ব্রিটন নামে সংযুক্ত রাজ্যের পার্লামেণ্ট গণ্য

২ গ্রেট ব্রিটনের পার্লামেণ্ট।

৩ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট

৪। স্কটলণ্ডের পার্লামেণ্ট ও

[illegible] আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে অধিপতি হন, তাঁহার আধিপত্য পদারোহণ ও তদীয় স্বাক্ষর

(৬) ইংলণ্ডীয় আদালত বিচারকার্য্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই মোহর ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয়, সেই সকল আদালতের মোহর আডমিরালটী অর্থাৎ মহাসাগরে যে অপরাধ করা যায় তাহার বিচার এবং জাহাজীয় নাবিকদের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালতের ও পবলিক নোটেরির মোহর এবং পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে ব্যবস্থার তুল্য বলবৎ অন্য আইন দ্বারা যে ব্যক্তি মোহর ব্যবহার করিবার অনুমতি পান, তাঁহার সে মোহর

(৭) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যাঁহারা যে সময়ে কোন রাজকীয় পদস্থ হন, ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহাদের সেই পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে, সেই ব্যক্তিদের পদ গ্রহণ ও তাঁহাদের নাম খ্যাতি ও কার্য্য ও স্বাক্ষর

(৮) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতি অন্য যে যে অধিকারের কি রাজ্যের সত্তা ও খ্যাতি ও দেশীয় পতাকা স্বীকার করেন, তাহা।

(৯) সময়ের ভাগবিভাগ ও ভূগোলবিদ্যানুসারে ভূমিভাগ এবং রাজকীয় গেজেটে সাধারণের যে পর্ব্ব [illegible] উপবাস ও বন্ধের দিন প্রকাশ করা যায়, তাহা।

(১০) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির অধীন দেশ।

(১১) অন্যান্য রাজ্যের বা ব্যক্তিদলের সহিত ব্রিটনীয় রাজ্যের সংগ্রামাদি কার্য্যের আরম্ভ ও প্রচলন ও অন্ত।

(১২) আদালতসংক্রান্ত ব্যক্তিদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের ও তাহাদের নাএবদের ও অধীন কর্ম্মকারকদের ও সহকারীদের নাম ও যে সকল কর্ম্মকারক আদালতের পরওয়ানা সাধনার্থ কার্য্য করে, তাহাদের নাম এবং আডবোকেট ও এটর্ণি ও প্রক্টর ও উকীল ও পক্ষসমর্থনকারী প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আইনমতে আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে অনুমতি পান, তাহাদের নাম

(১৩) স্থলপথে কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিধি

উক্ত সকল স্থলে এবং সাধারণ ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য ও বিজ্ঞান ও বিদ্যাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে আদালত তৎপ্রকাশক উপযুক্ত পুস্তক কি দলীল দৃষ্ট করিয়া সাহায্য লইতে পারিবেন

কোন ব্যক্তি আদালতের নিকট বিচার কার্য্যে কোন বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে প্রার্থনা করিলে, ঐ আদালত তাহা করণার্থে যে পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, সেই ব্যক্তি সেই পুস্তকাদি উপস্থিত না করিলে ও যতকাল উপস্থিত না করে, আদালত ততকাল ঐ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

স্বীকৃত বৃত্তান্তের কথা

৫৮ ধারা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে উভয়পক্ষ কিম্বা তাহাদের মোক্তারেরা ঐক্যবাক্য হইয়া শ্রবণকালে কোন বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে কিম্বা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা স্বীকার করিতে সম্মত হইলে, কিম্বা উত্তর প্রত্যুত্তর করণের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা কোন বৃত্তান্ত স্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইলে, সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে, সেই স্বীকৃত বৃত্তান্ত স্বীকার করণ ভিন্ন প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।—বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণের কথা

৫৯ ধারা দলীলের মর্ম্ম ভিন্ন সকল বৃত্তান্ত বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিবে।

বাচনিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা

৬০ ধারা বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ;

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয়, তাহা যদি দেখা যাইতে পারে, তবে "আমি দেখিয়াছি" যে সাক্ষী ইহা কহে, তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয়, তাহা যদি শুনা যাইতে পারে, আমি শুনিয়াছি" যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয়, তাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই প্রকারে তাহা গ্রাহ্য হইলে আমি সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই প্রকারে তাহা গ্রাহ্য করিলাম, যে সাক্ষী ইহা কহে, তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

কোন অভিমতের কিম্বা যে কারণে সেই অভিমত হয় সেই কারণের উল্লেখ হইলে, যে ব্যক্তির সেই কারণে সেই অভিমত থাকে, তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন

পরন্তু যে পুস্তক সাধারণতঃ বিক্রয়ার্থ থাকে প্রবীণ ব্যক্তিদের সেই অভিমত যদি এমত কোন পুস্তকাদিতে ব্যক্ত হয় ও সেই অভিমতপ্রকাশক ব্যক্তি যদি গত কিম্বা অনুদ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হয়, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যত বিলম্ব ও যত অর্থব্যয়

হয়, যদি আদালতের বিবেচনায় ততকাল বিলম্ব ও তত অর্থব্যয় করা অযুক্ত, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণদ্বারা সেই অভিমতের প্রমাণ ও তাহা যে যে হেতুতে স্থির করা যায়, তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

আরো যদি সেই বাচনিক সাক্ষ্য দলীল ভিন্ন কোন পদার্থ দ্রব্যের সত্তা কি অবস্থা সম্পর্কীয় হয়, তবে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পদার্থদ্রব্য দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫ম পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

দলীলের মর্ম্মের প্রমাণের কথা

৬১ ধারা মুখ্য বা গৌণ সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

মুখ্য সাক্ষ্যের কথা।

৬২ ধারা আদালতের দেখিবার জন্যে দলীলই উপস্থিত করা গেলে, তাহাই মুখ্য সাক্ষ্য

১ ব্যাখ্যা —কোন দলীল ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সম্পাদন হইলে, প্রত্যেক ভাগ ঐ দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য হয়

কোন দলীলের অনুলিপি করিয়া সেই দলীল সম্পাদন হইলে ও প্রত্যেক অনুলিপি ঐ দলীলসংক্রান্ত এক বা কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন সকল ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদন হইলে, যে ব্যক্তি যে অনুলিপি করিলেন, তাঁহার বিপক্ষে এই অনুলিপি মুখ্য সাক্ষ্য

২ ব্যাখ্যা।—যদি একই রূপ যন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ প্রেসে ছাপাইয়া কি লিথগ্রাফ কি ফটোগ্রাফ করিয়া দলীলের অনেক খানি করা যায়, তবে উহার প্রত্যেক খানি দলীল অবশিষ্ট সকল খানির কথার মুখ্য সাক্ষ্য হইবে। কিন্তু যদি সে সকলই একই আসল দলীলের নকল হইয়া থাকে, তবে তাহা দলীলের কথার মুখ্য সাক্ষ্য নয়।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট অনেক ঘোষণা পত্র থাকে, সমুদায়ই একই আসল পত্র দেখিয়া মুদ্রিত হয় উক্ত সকল পত্রের মধ্যে কোন এক পত্র অন্য সকল পত্রের মর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন পত্র আসল পত্রের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না।

গৌণ সাক্ষ্যের কথা।

৬৩ ধারা গৌণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায় ও নিম্নলিখিত বিষয় গণ্য।

(১) নিম্নলিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেটযুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায়, তাহা।

(২) কোন যন্ত্রদ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা অবশ্য যথার্থ হইলে সেই যন্ত্রদ্বারা আসল পত্র দেখিয়া যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা এবং ঐ প্রতিলিপির সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলে, তাহা

(৩) আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলে তাহা

(৪) দলীলসংক্রান্ত যে ব্যক্তিরা দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই, তাঁহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

(৫) কোন ব্যক্তি নিজে কোন দলীল দেখিয়া তাহার মর্ম্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

উদাহরণ

(ক) আসল পত্র ফটগ্রাফ করিয়া তাহার প্রতিলিপি করা গেলে ইহার প্রমাণ হইলে আসলের সঙ্গে সেই ফটগ্রাফ না মিলাইয়াও তাহা ঐ আসল পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য হয়।

(খ) কাপিইং মাশিন অর্থাৎ প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা আসল পত্রের প্রতিলিপি করা গেল, ইহার প্রমাণ হইলে সেই প্রতিলিপির সঙ্গে অন্য যে প্রতিলিপি মিলে, তাহা ঐ পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য

(গ) কোন প্রতিলিপি দেখিয়া প্রতিলিপি করা গেলে ও পশ্চাৎ আসলের সঙ্গে মিলান গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য। কিন্তু যে প্রতিলিপি দেখিয়া তাহা করা যায়, আসলের সঙ্গে সেই প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেলেও ঐ দ্বিতীয় প্রতিলিপি আসলের সঙ্গে মিলান না গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য হয় না।

(ঘ) আসলের সঙ্গে যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল, তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত ও আসল হইতে ফটগ্রাফ দ্বারা কিম্বা প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত আসল পত্রের গৌণ সাক্ষ্য হইতে পারে না।

মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণের কথা।

৬৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে।

দলীল বিষয়ে গৌণ সাক্ষ্য যেস্থলে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা

৬৫ ধারা। দলীল যে আছে, এই কথার ও সেই দলীলের অবস্থার বা মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য নিম্নলিখিত স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়,

কিম্বা যে ব্যক্তির নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে পারে না, কিম্বা যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে,

কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে আবদ্ধ,

আসল দলীল তাহার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে আছে, ইহার প্রমাণ কি অনুভব হইলে,

ও ঐ ব্যক্তি ৬৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে,

(খ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে আসলপত্রের প্রমাণ করা গেল, সেই ব্যক্তি কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই আসল পত্র থাকার কথা ও তাহার অবস্থা কি মর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে,

(গ) মূলপত্র নষ্ট কি অনুদ্দেশ্য হইলে, কিম্বা যে পক্ষ ঐ পত্রের মর্ম্মে সাক্ষ্য দিতে চাহে,

সে নিজ শৈথিল্য কি ত্রুটি ভিন্ন কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

(ঘ) যাহা অনায়াসে স্থানান্তর করা যায় না মূল সাক্ষ্য এমন ভাবাপন্ন হইলে,

(চ) মূলপত্র ৭৪ ধারার অর্থানুযায়ী সাধারণ স্বার্থের দলীল হইলে,

(ছ) এই আইন দ্বারা কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য আইনদ্বারা যে দলীলের সংসিক্ত প্রতিলিপি সাক্ষ্যস্বরূপে দিবার অনুমতি আছে, মূলপত্র সেই প্রকারের দলীল হইলে,

(জ) অনেক হিসাব খাতা বা অন্য দলীল লইয়া সেই মূলপত্র হইলেও সেই সকল খাতা ও দলীল সুবিধামতে আদালতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে না পারিলে ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা সেই সমুদায় পত্রাদির সার ফল হইলে,

(ক) (গ) ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের মর্ম্মের কোন গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য,

(খ) প্রকরণের স্থলে লিখিত স্বীকারবাক্য গ্রাহ্য,

(চ) ও (ছ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলে সংসিক্ত প্রতিলিপি গ্রাহ্য, কিন্তু অন্য প্রকারের গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়,

(জ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে, যে ব্যক্তি সেই প্রকারের দলীল পরীক্ষাকরণে পটু, এমত ব্যক্তি তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ দলীলের সার ফলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে

উপস্থিত করিবার নোটিসের বিধি

৬৬ ধারা। ৬৫ ধারার (ক) প্রকরণে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দিতে চাহিলে, সেই দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীন থাকে, তাহাকে কিম্বা তাহার মোক্তারকে কি উকীলকে আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা উপস্থিত করিবার নোটিস দিবে। আইনে নোটিস নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মোকদ্দমার গতিক বিশেষে আদালত যে নোটিস যুক্তিমত জ্ঞান করেন, সেই নোটিস দিবেন। না দিলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

পরন্তু নিম্নলিখিত কোন স্থলে কিম্বা অন্য যে স্থলে আদালত ঐ নোটিস না দেওয়া বিহিত জ্ঞান করেন, সেই স্থলে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই,

(১) যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে, সেই দলীলই নোটিস হইলে,

(২) বিপক্ষ পক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতে হইবে, মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ ইহা অবশ্য জানিলে,

(৩) বিপক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূলপত্র হস্তগত করিয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে,

(৪) মূল পত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা তাহার মোক্তারের নিকট থাকিলে,

(৫) দলীল হারাইয়াছে বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা তাহার মোক্তার ইহা স্বীকার করিলে,

(৬) দলীল যাহার অধিকারে থাকে, তাহার নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে না পারিলে, কিম্বা সে আদালতের পরওয়ানার অধীন না হইলে

প্রদর্শিত দলীল অমুকের স্বাক্ষরিত বা লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, স্বাক্ষরের ও হাতের লেখার প্রমাণের কথা।

৬৭ ধারা। দলীল নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিম্বা সম্পূর্ণ পত্র কি তাহার একাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে ঐ স্বাক্ষর তাহারই এবং দলীলের যে অংশ তাহার হস্তলিখিত বলিয়া কথিত হয়, তাহা প্রকৃতই তাহার হস্তলিখিত, ইহার প্রমাণ করিতে হইবে

আইন অনুসারে যে দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন, তাহার স্বাক্ষরের প্রমাণের কথা

৬৮ ধারা আইন অনুসারে যদি দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক, তবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের পরওয়ানার অধীন থাকিলে ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষীকে ঐ পত্র সম্পাদন হইবার প্রমাণ দিবার জন্যে আহ্বান না করা গেলে, তাহা সাক্ষ্যস্বরূপে ব্যবহার হইবে না।

স্বাক্ষরকারী সাক্ষীর উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, পত্রের প্রমাণের কথা

৬৯ ধারা। স্বাক্ষরকারী কোন সাক্ষীর উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলীল সম্পাদন হইল বলিয়া দেখা গেলে, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে একজন সাক্ষীর স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতের লেখা, ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করে, তাহার স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতে লেখা হইয়াছে, এই এই বিষয়ে প্রমাণ করিতে হইবে

এক পক্ষ সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত দলীলের সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহার কথা

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত দলীল আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে, আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইলেও, সেই স্বীকারবাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে

স্বাক্ষরকারী সাক্ষী সেই পত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে, প্রমাণের কথা।

৭১ ধারা। দলীল সম্পাদন হইল, স্বাক্ষরকারী সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে, কি তাহার স্মরণ নাই বলিলে, অন্য সাক্ষ্যদ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

আইনের দ্বারা যে দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা অনাবশ্যক, সেই দলীলের প্রমাণের কথা।

৭২ ধারা যে দলীলে আইনমতে সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওয়ার ন্যায় সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত ঐ দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিবার কথা

৭৩ ধারা। স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর যে ব্যক্তির দ্বারা লেখা কি করা গেল বলিয়া

উদ্দিষ্ট হয়, প্রকৃত তাহারই স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর ইহা নিশ্চয় মতে জানিবার নিমিত্ত অন্য যে স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর তাহারই লেখা কি করা বলিয়া স্বীকার হইল কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেল, তাহা অন্য কারণে উপস্থিত বা প্রমাণিত না হইলেও উক্ত যে স্বাক্ষরাদির প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারিবে।

কোন কথা কি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, আদালত সেই কথার কি অঙ্কের সঙ্গে মিলাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন কথা কি অঙ্ক লিখিবার আদেশ করিতে পারেন

সাধারণ স্বার্থের দলীলের কথা।

৭৪ ধারা। নিম্নলিখিত দলীল সাধারণ স্বার্থের দলীল হয়।

১। যে দলীল

(১)। দেশাধিপতির, কিম্বা

(২)। রাজকীয় সমাজের ও আদালতের, কিম্বা

(৩) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজকার্য্য সম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের নিদর্শন হয়

২। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রেকর্ড রাজকীয় কার্য্যালয়ে রাখা যায়, তাহা।

অপ্রকাশ দলীলের কথা।

৭৫ ধারা। অন্য সকল দলীল অপ্রকাশ।

সাধারণ স্বার্থের সংসিত্ত প্রতিলিপির কথা

৭৬ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে লিপি সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে ফী দিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে, ঐ দলীল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সংরক্ষণে থাকে, তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ দলীলের প্রতিলিপি দিবেন ও সেই প্রতিলিপি ঐ দলীলের কিম্বা বিষয় বিশেষে তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি আছে, ঐ প্রতিলিপির তলভাগে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন ও উক্ত কার্য্যকারক সেই সার্টিফিকেটে তারিখ ও আপন নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত কার্য্যকারক আইনমতে মোহর ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সার্টিফিকেট তাহার মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে ও সার্টিফিকেটযুক্ত সেই প্রতিলিপি সংশিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে।

ব্যাখ্যা।— কোন কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কার্য্যের ধারাক্রমে তিনি তদ্রূপ প্রতিলিপি দিবার সক্ষম হইলে এই ধারার অর্থমতে সেই দলীল তাঁহারই রক্ষণে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সেই প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার কথা।

৭৭ ধারা। সেই শংসিত প্রতিলিপি সাধারণ স্বার্থের যে দলীলের কিম্বা তাহার যে অংশের প্রতিলিপি বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তাহার মর্ম্মের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

রাজকার্য্যসংক্রান্ত অন্য অন্য দলীলের প্রমাণের কথা।

৭৮ ধারা। নিম্নলিখিত মতে রাজকীয় নিম্নলিখিত দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কর্তৃত্বকার্য্য সম্পাদন সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মবিভাগের কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের আইনের কি আজ্ঞার কি জ্ঞাপন-পত্রের প্রমাণ।

ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের প্রধান কর্ম্মকারকদের সার্টিফিকেট সহিত ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের রেকর্ড দ্বারা,

কিম্বা উক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ক্রমে মুদ্রিত বলিয়া কোন দলীলের দ্বারা করা যাইবে।

(২) ব্যবস্থা-প্রণেতাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ,

ঐ ঐ কর্ম্মকারকদের কার্য্যের দৈনিক বর্ণনাপত্র দ্বারা কিম্বা প্রকাশিত আইনের কি তাহার সারাংশের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া তৎপ্রতিলিপির দ্বারা করা যাইবে।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা প্রিবি কৌন্সিলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের প্রচারিত ঘোষণাপত্রের কি আজ্ঞার কি বিধানের প্রমাণ,

লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত কিম্বা মহারাণীর প্রিণ্টরের দ্বারা মুদ্রিত বলিয়া ঐ পত্রাদির প্রতিলিপির কি তাহা হইতে উদ্ধৃত কথার দ্বারা করা যাইবে।

(৪) ভিন্নদেশের কর্তৃত্ব কার্য্য সম্পাদকদের আইনের কিম্বা ব্যবস্থাপ্রণেতৃগণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ

তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত পত্রাদির কিম্বা তদ্দেশে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত বলিয়া সামান্যতঃ যে পত্রাদি গৃহীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা, কিম্বা তদ্দেশের বা তদ্দেশীয় রাজার মোহর শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কোন সাধারণ আইনমত স্বীকৃত হওনদ্বারা করা যাইবে।

(৫) ব্রিটিশীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত মিউনিসিপাল অর্থাৎ নগরসম্বন্ধীয় সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ,

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণের প্রতিলিপি ঐ কার্য্য বৃত্তান্তের আইনমত রক্ষকের দ্বারা শংসিত হইলে, সেই প্রতিলিপির দ্বারা কিম্বা ঐ সমাজের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তকদ্বারা করা যাইবে।

(৬) ভিন্নদেশীয় সাধারণ স্বার্থের অন্য কোন দলীল,

মূলপত্রদ্বারা, কিম্বা মূলপত্র আইনমতে যে কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকে, তৎকর্তৃক

নিঃস্থিতরূপে সংগত প্রতিলিপি বলিয়া নোটরি পবলিকের কিম্বা ব্রিটনীয় কাউন্সিলের রাজদূতস্বরূপ কর্ম্মকারকের যে হস্তাঙ্কিত সার্টিফকেট সহিত উক্ত আইনমত রক্ষকের সংসিত প্রতিলিপি দ্বারা, এবং ভিন্ন দেশীয় ব্যবস্থামতে দলীলের ভাবের প্রমাণক্রমে সপ্রমাণ করা যাইবে

দলীল বিষয়ক অনুমানের কথা।

সংসিত প্রতিলিপি প্রকৃত বলিয়া অনুমান হইবার কথা

৭৯ ধারা সার্টিফকেট ও অন্য যে দলীল আইনমতে কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যাধিকারের অন্তর্গত যে কার্য্যকারককে সার্টিফকেট দিবার নিয়মিত ক্ষমতা প্রদান করেন, তাঁহার দ্বারা সংসিত হওয়ার মত দেখাইলে আদালত সেইপত্র প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন কিন্তু আইনেতে যে পাঠে ও যে মর্ম্মানুসারে সেই পত্র লিখিবার আজ্ঞা থাকে, উক্ত দলীল যেন বস্তুতঃ সেই পাঠ ও মর্ম্মানুসারে লেখা থাকে আর উক্ত কোন দলীল যে কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত কিম্বা সংসিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তিনি উক্ত পত্রের স্বাক্ষর করণকালে রাজকীয় যে পদ উল্লেখ করিলেন, তাঁহার তৎকালে, সেই পদ ছিল, আদালত ইহার অনুমান করিবেন

সাক্ষ্যের লিপি উপস্থিত করা গেলে অনুমানের কথা

৮০ ধারা বিচারকার্য্যসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে সাক্ষীর দত্ত সাক্ষ্যের কি তদংশের লিপি বদ্ধ পত্র কি মর্ম্মাত্মকপত্র বলিয়া কিম্বা কোন বন্দির কি অভিযুক্ত ব্যক্তির আইন অনুসারে গৃহীত উক্তি, কি অপরাধ স্বীকার বলিয়া কোন দলীল এবং কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত বলিয়া, কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, আদালত এই অনুমান করিবেন, যে,—

ঐ দলীল প্রকৃত এবং স্বাক্ষর করিলেন বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হয়, তিনি ঐ সাক্ষ্য গ্রহণের ভাবগতিক বিষয়ে যে উক্তি করেন তাহা সত্য, সেই সেই সাক্ষ্য ও উক্তি ও অপরাধ স্বীকার নিয়মিতরূপে লওয়া গেল

গেজেটের বিষয়ের অনুমানের কথা

৮১ ধারা লণ্ডন গেজেট কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা ব্রিটিস রাজ্যাধিপতির কোন উপনিবেশের কিম্বা অধীন কি অধিকৃত দেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সংবাদপত্র কি দৈনিকপত্র কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিণ্টর কর্তৃক মুদ্রিত পার্লিয়ামেণ্টের বিশেষ আইনের প্রতিলিপি বলিয়া যে দলীল নির্দ্দিষ্ট হয়, আদালত সেই প্রত্যেক দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন এবং কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন দলীল রক্ষা করিবার আদেশ থাকিলে সেই দলীল বলিয়া কোন দলীল উপস্থিত করা

গেলে, যদি বস্তুতঃ সেই দলীল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুস রে রাখা গিয়া থাকে ও উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণ হইতে উপস্থিত করা যায়, তবে সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

ইংলণ্ডের মোহরের কিম্বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ভিন্ন যে দলীল গ্রাহ্য হয়, তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮২ ধারা ইংলণ্ডে কি আয়র্লণ্ডে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয়, তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দলীলে যে মোহর কি ষ্ট্যাম্প থাকে, কিম্বা যথার্থ বলিয়া তাহাতে যে স্বাক্ষর দেওয়া যায়, তাহার প্রমাণ না লইয়া ও তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর উদ্দিষ্ট হয়, তিনি আপনার যে পদ ব্যক্ত করিয়াছেন, আদালতসংক্রান্ত কিম্বা রাজকার্য্যঘটিত তাঁহার সেই পদের প্রমাণ না লইয়া ইংলণ্ডের কিম্বা আয়র্লণ্ডের কোন আদালতে কোন বিশেষ বাক্যের প্রমাণে ঐ দলীল উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত দলীল বলিয়া কোন কোন দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি স্বাক্ষর প্রকৃত আছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, তিনি আপনাকে আদালত কি রাজস্বসংক্রান্ত যে পদবিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই পদ ছিল, আদালতের এমত অনুমান হইবে,

এবং ইংলণ্ডে [redacted] আয়র্লণ্ডে ঐ দলীল যে কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইত, সেই কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে।

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে ম্যাপ করা যায়, তাহার প্রমাণের কথা।

৮৩ ধারা কোন ম্যাপ কি নক্সা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে, তাহা সেই আজ্ঞামতে করা গেল ও তাহা পরিশুদ্ধ আছে, আদালতের এমত অনুমান হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে যে ম্যাপ কি নক্সা করা যায়, তাহার শুদ্ধতার প্রমাণ করিতে হইবে।

আইনসংগ্রহের ও নিষ্পত্তির রিপোর্টের বিষয়ের অনুমানের কথা।

৮৪ ধারা কোন পুস্তকে কোন দেশের কোন আইন আছে ও তাহা ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে,

এবং কোন পুস্তক ঐ দেশের আদালতের নিষ্পত্তির রিপোর্ট বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে, আদালত তাহা প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন

মোক্তারনামাবিষয়ক অনুমানের কথা

৮৫ ধারা মোক্তারনামা বলিয়া কোন দলীল নোটেরি পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ব্রিটিস কাউন্সেলের কি প্রতিনিধি কাউন্সেলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তের সম্মুখে সম্পাদন করা গেল ও তৎকর্ত্তৃক সত্যাকৃত হইল বলিয়া উপস্থিত করা গেলে, তাহা উক্ত প্রকারে সম্পাদিত ও সত্যাকৃত হইল, আদালত এমত অনুমান করিবেন।

ভিন্ন দেশীয় আদালতের কাগজপত্রের সংসিত প্রতিলিপি বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের অন্তর্গত দেশ ভিন্ন কোন দেশের আদা-

লতের কোন কাগজপত্রে সংসিত প্রতিলিপি বলিয়া কোন দলীল উদ্দিষ্ট হইলে, তদ্দেশে আদালতের কাগজপত্রের প্রতিলিপি সংসিত করিবার যে রীতি চলন আছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশস্থ * অথবা তদ্দেশ অর্থে নিযুক্ত কোন স্থানাভিষিক্ত ঐ দলীল সেই রীতি মতে সংসিত হইয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, আদালত সেই দলীল প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবেন

যে কর্ম্মচারী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর রাজ্যের বহির্ভূত কোন রাজ্যে বা স্থানে ১৮৭৯ সালের ফরেন জুরিশডিকশন এবং একষ্ট্রাডিশন আইনের ৩ ধারামতে এবং ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯০ ধারামতে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত আছেন, তিনি এই ধারার অভিপ্রায়ের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশস্থ অথবা তদ্দেশার্থে নিযুক্ত বিবেচিত হইবেন †

পুস্তকের ম্যাপের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮৭ ধারা। আদালত রাজকীয় কিম্বা সাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ের সন্ধান জানিবার জন্যে যে পুস্তকে দৃষ্টি করেন, এবং প্রকাশিত যে ম্যাপের কি চার্টের কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, ও আদালতের দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা যায়, সেই পুস্তক ও ম্যাপাদি যে ব্যক্তি দ্বারা যে স্থানে যে সময়ে লিখিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই পুস্তকাদি সেই ব্যক্তিদ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানে প্রকাশিত হইল, আদালত এই অনুমান করিবেন।

ফটগ্রাফ ও কলদ্বারা কৃত প্রতিলিপি ও টেলিগ্রাফের দ্বারা প্রেরিত বার্ত্তা বিষয়ের অনুমানের কথা

৮৮ ধারা। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে কোন ব্যক্তির নামে বার্ত্তা আসিল বলিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠান গেলে, যে অফিস হইতে তাহা পাঠান গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, ঐ বার্ত্তা সেই অফিস হইতে প্রেরিত বার্ত্তার সঙ্গে মিলে, আদালত ইহা অনুমান করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ বার্ত্তা পাঠাইবার জন্যে যে ব্যক্তির হাতে দেওয়া গেল, আদালত সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন প্রকারের অনুমান করিবেন না

দলীল উপস্থিত না করা গেলে, তাহার উচিতমতে সম্পাদনাদি হইবার অনুমানের কথা

৮৯ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলে পর, উপস্থিত না করা গেলে, তাহা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইল ও তাহাতে ষ্টাম্প করা গেল, আদালত এই অনুমান করিবেন।

ত্রিশ বৎসরের দলীলের কথা।

৯০ ধারা কোন দলীল ত্রিশ বৎসরের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট কি প্রমাণিত হইলে ও মোকদ্দমা বিশেষ বুঝিয়া আদালতের বিবেচনামতে সেই দলীল যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকা উচিত, এমত ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিলে সেই দলীলের স্বাক্ষর ও অন্য সকল ভাগ যে ব্যক্তিবিশেষের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, আদালত তাহারই হাতের লেখা বলিয়া অনুমান

* ১৮৯১ সালের আইনের ৮ ধারামতে ৮৬ ধারায় 'তদ্দেশস্থ' শব্দ উক্তরূপ পরিবর্ত্তিত হইল।

† ৮৬ ধার এই অনুচ্ছেদটী ১৮৯১ সালের ৩ আইনে ৮ ধারা দ্বার সংযোজিত হইল।

করিবেন ও সেই দলীলে সম্পাদকের ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদন বা স্বাক্ষর হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তাহাদেরই দ্বারা নিয়মমতে সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা গেল, এই অনুমান করিতে পারিবেন

ব্যাখ্যা দলীল যথাবিধি স্থানে থাকিলে কিংবা যথাক্রমে যাহার সংরক্ষণে থাকা উচিত, তাহার নিকট থাকিলে, উপযুক্ত ব্যক্তির সংরক্ষণে বলা যায়। কিন্তু স্থানান্তরে থাকার ব্যবস্থাসিদ্ধ কারণের প্রমাণ হইলে, কিম্বা স্থলবিশেষের গতিক বিবেচনায় যদ্রূপ কারণ সম্ভব হইলে, যাহার সংরক্ষণে হউক তাহা অনুচিত নয়

এই ব্যাখ্যার কথা ৮১ ধারার প্রতিও খাটে

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূমি অনেক বৎসরাবধি আনন্দের অধিকারে আছে ও তিনি সেই ভূমি বিষয়ক আগমপত্র আপনার রক্ষণ হইতে দেখাইয়া দেন। সেই রক্ষণটি উচিত।

(খ) আনন্দ কোন ভূমির বন্ধকগ্রহীতা হইয়া ঐ ভূমিবিষয়ক দলীল উপস্থিত করেন। সম্প্রতি বন্ধকদাতার রক্ষণে আছে। সেই রক্ষণটি উচিত।

(গ) বলরামের অধিকারে ভূমি আছে, আনন্দ নামক তাঁহার কুটুম্ব ঐ দলীল উপস্থিত করেন বলরাম নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্তে আনন্দের হাতে সেই দলীল দিয়াছিলেন সেই রক্ষণটি উচিত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য নিরাকৃত হওয়ার কথা।

লিখিত চুক্তিপত্রের নিয়মের সাক্ষ্যের কথা।

৯১ ধারা। চুক্তির নিয়ম কিম্বা সম্পত্তি দানের কি প্রকারান্তরে নিরূপণের নিয়ম দলীলের ভাবাপন্ন করা গেলে, এবং যে যে স্থলে আইনানুসারে কোন বিষয়ে দলীলের ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি দানের কিম্বা অন্য নিরূপণের কিম্বা সেই বিষয়ের প্রমাণে ঐ দলীল ভিন্ন কিম্বা পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য ভিন্ন কোন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

বর্জ্জনীয় ১ বিধি —আইনমতে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিয়োগ লিখনক্রমে হওয়া আবশ্যক হইলে এবং বিশেষ ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা দর্শান গেলে, যে পত্রদ্বারা তাঁহাকে নিযুক্ত করা গেল, তাহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বর্জ্জনীয় ২ বিধি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে উইলের প্রবেট পাইবার অনুমতি হয়, সেই উইলের প্রমাণ প্রবেট দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা —উল্লিখিত উক্তি কি সম্পত্তি দান কি নিরূপণের নিয়ম একই দলীলের মধ্যে থাকিলেও কিংবা একের অধিক দলীলের মধ্যে থাকিলে এই ধারার বিধি বর্ত্তে।

২ ব্যাখ্যা —একের অধিক আসল দলীল থাকিলে কেবল এক আসল দলীলের প্রমাণ করা আবশ্যক।

৩ ব্যাখ্যা —কোন দলীলের মধ্যে এই ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত ভিন্ন কোন বৃত্তান্তের উক্তি থাকিলে, ঐ উক্তি হেতুক সেই বৃত্তান্তের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার নিষেধ নাই।

উদাহরণ।

(ক) কোন চুক্তির কথা অনেক পত্রে লেখা থাকিলে, তাহা যেসকল পত্রে থাকে, সেই সকলের প্রমাণ করিতে হইবে

(খ) হুণ্ডীতে চুক্তি লেখা থাকিলে সেই হুণ্ডীর প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) তেকেতাহুণ্ডী লেখা গেলে, কেবল এক কেতার প্রমাণ প্রয়োজন।

(ঘ) আনন্দ কোন বিশেষ নিয়মানুসারে নীল দিব বলিয়া বলরামের নিকট চুক্তিপত্র লিখিয়া দেয়। অন্য সময়ে নীল দিবার যে বাচনিক চুক্তি হইয়াছিল, বলরাম আনন্দকে তাহার মূল্য দিয়াছে, উক্ত চুক্তিপত্রে এই কথা লেখা আছে।

অন্য নীলের জন্যে কিছু টাকা দেওয়া যায় নাই, ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা গ্রাহ্য।

(ঙ) বলরাম টাকা দিলে আনন্দ তাঁহাকে রসীদ দেন।

সেই টাকা যে দেওয়া গেল, ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়। সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

বাচনিক কবারের প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্রের কিংবা সম্পত্তি দানপত্রের কি প্রকারান্তরে নিরূপণপত্রের নিয়ম কিংবা আইনমতে অন্য যে বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারামতে প্রমাণিত হইলে, সেই নিয়ম অস্বীকার কি পরিবর্ত্তন করিবার কিংবা তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার কিংবা তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, উক্ত নিদর্শনপত্রের উভয়পক্ষের কিংবা স্বার্থপক্ষে তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি উক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

১ উপবিধি প্রতারণা কিংবা ভয়প্রদর্শন কিংবা আইন উল্লঙ্ঘন কিংবা দলীল নিয়মমতে সম্পাদিত না হওন কিংবা চুক্তিকার অন্যতর ব্যক্তির অক্ষমতা কিংবা বিনিময়ে টাকা প্রভৃতি না দেওন কি দিবার ত্রুটি হওন কিংবা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত ভুল থাকন প্রভৃতি যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন দলীল অসিদ্ধ হইতে পারে, কিংবা কোন ব্যক্তি সেই দলীল সম্বন্ধে কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হয়, তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

২ উপবিধি।—কোন বিষয় দলীলে লিখিত না হইয়াও সেই দলীলের নিয়মের সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে, এমত বিষয়ের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। স্থল বিশেষে এই উপবিধি খাটে কি না, এই বিষয়ের বিবেচনাকরণকালে ঐ দলীলে দলীল লিখিবার ধারা যতদূর পালন হইয়াছে, আদালত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

৩ উপবিধি —উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্র কি সম্পত্তিদানপত্র কি নিরূপণপত্র দ্বারা যে দায় বর্ত্তে, তাহা বর্ত্তিবার পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে, এই মর্ম্মের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

৪ উপবিধি —উক্ত প্রকারের চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণপত্র আইনমতে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে, কিম্বা দলীল রেজিষ্টরীকরণবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে সেই চুক্তি কি দান কি নিরূপণপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে, এমত স্থল ভিন্ন উক্ত চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণপত্র রহিত বা মতান্তরকরণসূচক স্পষ্ট যে বাচনিক নিয়ম পশ্চাৎ করা যায়, এমত নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

■ উপবিধি —কোন আচার বা রীতিমতে বিশেষ প্রকারের চুক্তিপত্রে নৈমিত্তিক যে কথা লেখা গিয়া থাকে, তদ্রূপ কোন চুক্তিপত্রে সেই কথা স্পষ্ট লেখা না গেলে, সেই আচারের বা রীতির প্রমাণ করা যাইতে পারিবে কিন্তু এই স্থলে প্রয়োজন যে, সেই নৈমিত্তিক কথা লেখা গেলে, তাহা চুক্তিপত্রের স্পষ্ট নিয়মের বিপরীত বা অসঙ্গত না হয়।

৬ উপবিধি '—উপস্থিত বৃত্তান্তের সঙ্গে দলীলের ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ থাকে, ইহা দর্শাইবার কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

উদাহরণ

(ক) যে জাহাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগরে যাইবে, সেই জাহাজের মালের উপর বিমাপত্র দেওয়া গেল কিন্তু জাহাজের নাম উল্লেখ হইল না, মাল যে জাহাজে চালান করা যায়, সেই জাহাজখানি সমুদ্রে মারা পড়িল। বিমাপত্র করণ সময়ে বাচনিক কথা দ্বারা সেই জাহাজেই মাল না দিবার কথা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না

(খ) আনন্দ কোন নিয়ম না করিয়া "১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে বলরামকে ১০০০ টাকা দিব" এই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দেয় সেই সময়ে মার্চ্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ টাকা না দিবার কোন বাচনিক নিয়ম করা গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না

(গ) "রামপুরের চাষবাড়ী" নামে এক মহাল যে দলীলক্রমে বিক্রয় করা যায়, সেই দলীলে বিক্রীত সম্পত্তির নক্সা থাকে নক্সায় যাহা লেখা যায় নাই, এমত আর কতক ভূমি সর্ব্বদাই ঐ মহালসংক্রান্ত ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে, ঐ দলীলে সেই ভূমিও ধরিবার অভিপ্রায় ছিল, এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ কোন কোন নিয়ম করিয়া বলরামের কয়েক খনিতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি করে, বলরাম ঐ খনির মূল্য বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিল, আনন্দ সেই কথা শুনিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সেই কথা মিথ্যা, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে

(ঙ) বলরাম ঠিক চুক্তি অনুসারে যেন কার্য্য সাধন করে, এই নিমিত্ত আনন্দ তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং ঐ চুক্তিপত্রের একটি নিয়ম ভুলক্রমে লেখা গিয়াছিল বলিয়া সেই নিয়মসম্পর্কে ঐ চুক্তিপত্র সংশোধন হইবার প্রার্থনা করে। যে প্রকারের ভুল

থাকিলে আইন-অনুসারে তাহার সেই চুক্তিপত্র সংশোধন করিবার স্বত্ব থাকে, আনন্দ এমন ভুলের প্রমাণ করিতে পারিবে

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া কয়েক দ্রব্য চালান করিবার আদেশ করে, কিন্তু সেই পত্রে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবার সময় নির্দ্দেশ হয় নাই দ্রব্য পঁহুছিলে আনন্দ তাহা গ্রহণ করে পরে বলরাম মূল্য পাইবার জন্য আনন্দের নামে নালিশ করে ঐ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারি■ মিয়াদের মধ্যে দিবার কথা হইয়াছিল, সেই মিয়াদ অদ্যাপি ফুরাইল না, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে

(ছ) আনন্দ বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ এই কথা মুখে কহে। "আনন্দের নিকট ৫০০ টাকাতে একটি ঘোড়া ক্রয় করা গেল" আনন্দ এইমাত্র কথা লিখিয়া বলরামকে দেয়। ঐ ঘোড়া সুস্থাঙ্গ, বলরাম আনন্দের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(জ) বলরামের বাড়ীর মধ্যে আনন্দ কয়েক ঘর ভাড়া লইয়া "মাসে ২০০ টাকায় কয়েক ঘর" কেবল মাত্র কথা এক খান কার্ডে লিখিয়া দেয় ঐ টাকার মধ্যে আহারের খরচও ধরিবার বাচনিক নিয়ম ছিল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

আনন্দ বলরামের বাড়ীর মধ্যে কয়েক ঘর ভাড়া করিয়া লয় এবং নিয়মিত মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে উকীলের দ্বারা একখান্ এগ্রীমেণ্টও লিখিয়া দেয়, তাহার মধ্যে আহারের কোন কথার উল্লেখ নাই আহারের খরচও ধরিবার কথা ছিল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না

(ঝ) বলরামের স্থানে আনন্দের টাকা পাওনা হওয়াতে আনন্দ সেই টাকার রসীদ লিখিয়া পাঠাইয়া ঐ টাকা চাহিল। বলরাম সেই রসীদ রাখিয়া টাকা দিল না ঐ টাকা পাইবার মোকদ্দমায় আনন্দ উক্ত ব্যাপারের প্রমাণ করিতে পারিবে

(ঞ) বিশেষ ব্যাপার ঘটিলে এই চুক্তি প্রবল হইবে বলিয়া আনন্দ ও বলরাম কোন চুক্তি লিখিয়া দেয় সেই চুক্তিপত্র বলরামের নিকট থাকে, পরে বলরাম সেই পত্র ধরিয়া আনন্দের নামে নালিশ করে পত্রখানি যে ভাবগতিকে দেওয়া গেল, আনন্দ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে

অস্পষ্ট দলীলের অর্থ করিবার কি সংশোধন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৩ ধারা। দলীলের যে ভাষার ব্যবহার হয়, তাহা অভিমুখেই অস্পষ্ট কি অপূর্ণ হইলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহার অর্থপ্রকাশ কি তাহার অভাব পূর্ণ করা যাইতে পারে, সেই বৃত্তান্তে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না

উদাহরণ

(ক) আনন্দ "১০০০ বা ১৫০০ টাকায়" বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার নিয়মপত্র লিখিয়া দেয়।

ঘোড়ার নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে, ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) কোন দলীলের স্থানে স্থানে ফাঁক থাকে সেই সেই স্থানে কি কথা লিখিবার মনস্থ ছিল, ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি দলীলের কথা না খাটিবার প্রমাণ গ্রাহ্য হইবার কথা

৯৪ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয়, তাহা স্পষ্ট হইলে এবং উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটিলে ঐ বৃত্তান্তের প্রতি সেই দলীল খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না, ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না.

আনন্দ বিক্রয়পত্র লিখিয়া রামপুরে আমার ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল বলিয়া বলরামকে এক মহাল বিক্রয় করে রামপুরে আনন্দের ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল আছে। আনন্দ যে মহাল বিক্রয় করিতে চাহিল, তাহা অন্য স্থানে আছে, কি তাহার অন্য পরিমাণ আছে, এই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না

উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে যে দলীল অনর্থক হয়, তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

৯৫ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয়, তাহা স্পষ্ট কিন্তু উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে অনর্থক, এমত স্থলে বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া ঐ ভাষার ব্যবহার হইল, ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

বিক্রয়পত্রে আনন্দ কলিকাতায় আমার ঘর কেবল এই বর্ণন লিখিয়া বলরামকে ঘর বিক্রয় করে

কলিকাতায় আনন্দের ঘর নাই, কিন্তু হাবড়ায় তাহার একটা ঘর ছিল ও দলীল সম্পাদন হইবার কালাবধি তাহা বলরামের অধিকারে আছে।

ঐ বিক্রয়-পত্রে পরে হাবড়ার ঘরের বিষয়ে লেখা হইয়াছে, উক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে

অনেক ব্যক্তির মধ্যে কেবল একের প্রতি যে ভাষা খাটিতে পারে, তাহা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা

৯৬ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয়, তদ্দৃষ্টে বৃত্তান্ত কোন এক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিতে পারে, কিন্তু অনেক ব্যক্তির কি দ্রব্যের মধ্যে একের অধিক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় হইতে পারিত না। এমন স্থলে উক্ত ব্যক্তিদের কি দ্রব্যের মধ্যে ঐ কথা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় ছিল, ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে

উদাহরণ।

(ক) আমার সাদা ঘোড়া এই মাত্র বর্ণনা লিখিয়া আনন্দ ১০০০ টাকাতে বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন কিন্তু আনন্দের দুটী ঘোড়া আছে এই স্থলে কোন্ ঘোড়াটী লক্ষ্য করিয়া উক্ত নিয়ম করা যায়, ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে হায়দরাবাদ যাইতে করার করে। দক্ষিণদেশে হায়দরাবাদ এক স্থান আছে, সিন্ধুদেশেও সেই নামের এক স্থান আছে, ইহার মধ্যে কোন স্থানটী লক্ষ্য করিয়া ঐ করার করা যায়, ইহা দেখাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবেক।

দুই প্রস্থ বৃত্তান্তের মধ্যে যে ভাষা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক না খাটে, একতর বৃত্তান্তের প্রতি সেই ভাষা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা

৯৭ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয়, তাহা এক প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে ও অন্য প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে কিন্তু সম্পূর্ণ কথা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটে না, এমন স্থলে ঐ দুই বৃত্তান্তের মধ্যে কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঐ কথা খাটিবার অভিপ্রায় ছিল, ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে

উদাহরণ।

ঘোষপাড়ায় যদুর দখলে আমার ভূমি আছে, আনন্দ এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ভূমি বিক্রয় করিবার করার করে। ঘোষপাড়ায় আনন্দের জমী আছে, কিন্তু তাহা যদুর দখলে নাই। যদুর দখলে তাহার অন্য জমী আছে, কিন্তু তাহা ঘোষপাড়ায় নাই। এমন স্থলে আনন্দ কোন্ জমী বিক্রয় করিতে চাহিয়াছে, ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপাঠ্য অক্ষরাদির অর্থবিষয়ক সাক্ষ্যের কথা

৯৮ ধারা। যে অক্ষরাদি অপাঠ্য কি সামান্যতঃ বুঝা না যায় তাহার, এবং ভিন্নদেশীয় ও অপ্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক ও স্থানবিশেষের কি প্রদেশবিশেষের ব্যবহার্য্য শব্দের ও সংক্ষিপ্ত কথার ও বিশেষ ভাবানুসারে যে শব্দের ব্যবহার হয়, তাহার অর্থ জানাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে

উদাহরণ।

আনন্দ নামক কোন যন্ত্রকার বলরামের নিকট আমার সকল যন্ত্র বিক্রয় করিতে করার করে। এইস্থলে তাহার নির্ম্মিত যন্ত্র, যন্ত্রনির্ম্মাণ করিবার হাতিয়ার বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

দলীলের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার করারের প্রমাণ কে দিতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

৯৯ ধারা। দলীলে যে ভাবের কথা থাকে, তৎসমকালীন কোন নিয়ম দ্বারা ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, যাহারা ঐ দলীলের এক পক্ষ নয়, কিম্বা স্বার্থসম্বন্ধে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত নয়, তাহারা উক্ত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারে

উদাহরণ।

বলরাম আনন্দের নিকট তুলা বিক্রয় করিবে, তুলা পাইলেই মূল্য দিবে, তাহাদের এই মর্ম্মের চুক্তিপত্র করা যায়। সেই সময়ে তিন মাস পরে ঐ মূল্য আদায় হইবে, তাহারা পরস্পর এই বাচনিক নিয়ম করে। আনন্দ ও বলরামের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে, তাহারা ইহার প্রমাণ দিতে পারিবে না, কিন্তু তদ্দ্বারা যদি চন্দ্রের কোন ক্ষতি কি লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে চন্দ্র সেই বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিবেন।

উইলের বিষয়ে উত্তরাধিকারবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনের বিধান প্রবল থাকার কথা।

১০০ ধারা। উত্তরাধিকারবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন নামে, ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের উইলের অর্থ করণ বিষয়ের যে বিধান থাকে এই অধ্যায়ের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের উপর আইনমত যে অধিকার কিম্বা যে দায় নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে কোন আদালতের বিচার প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্তার প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবদ্ধ হইলে, প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইহা বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে, আনন্দ ইহা বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হয়, আদালতের এমত নিষ্পত্তি প্রার্থনা করে।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমিখণ্ড আছে। আনন্দ কোন কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আপনি ঐ ভূমির অধিকারী আছে, আদালতে এমত বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু বলরাম কহে যে, ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে, তাহার কথা।

১০২ ধারা। মোকদ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সাক্ষ্য না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি অকৃতার্থ হয়, প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) ভূমি বলরামের অধিকারে আছে। চন্দ্র নামক বলরামের পিতা উইল করিয়া আনন্দকে ঐ ভূমি দিয়া গেলেন, আনন্দ ইহা বলিয়া ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করে।

উক্ত দুই পক্ষ কোন সাক্ষ্য না দিলে ঐ ভূমি বলরামের অধিকারে থাকে।

অতএব প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) খতের টাকা পাওনা আছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

ঐ খৎ লেখ র বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু বলরাম বলে যে ছলনা করিয় ঐ খৎ লওয়া গেল আনন্দ তাহা অস্বীকার করে

খতের বিবার না হওয়াতে ও কোন পক্ষ সাক্ষ্য না দিলে ছলনারও প্রমাণ না হওয়াতে আনন্দ জিতিবে

অতএব বলরামের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

বিশেষ বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা

১০৩ ধারা কোন বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বর্ত্তে, আইনের এই বিধান যে স্থলে না বর্ত্তে সেই স্থলে ঐ বিশেষ বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে যে ব্যক্তি আদালতের বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা করে, তাহারই উপর সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভা থাকে

উদাহরণ

বলরাম চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করিয়া চন্দ্রের নিকট বলরাম সেই কথা স্বীকার করিয়াছে, আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই স্থলে বলরাম সেই কথা যে স্বীকার করিল আনন্দের ইহার প্রমাণ করিতে হইবে

আমি তৎকালে অন্যত্র ছিলাম বলরাম আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। তাহার সেই কথার প্রমাণ করিতে হইবে

সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন,
সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৪ ধারা কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবার জন্যে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ঐ সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের মুমূর্ষু বাক্যের প্রমাণ করিতে চাহে বলরামের মৃত্যু যে হইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে

(খ) কোন দলীল হারাইলে আনন্দ গৌণ সাক্ষ্যদ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে চাহে

ঐ দলীল যে হারাইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা বর্জ্জনীয় কথার মধ্যে আইসে ইহার
প্রমাণ করিবার ভারের কথা

১০৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই কার্য্যটি যে গতিক প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে অথবা ঐ আইনের, কিংবা অন্য যে আইনের অপরাধের অর্থ করা গেল সেই আইনের কোন ভাগের উল্লিখিত বিশেষ বর্জ্জনীয় কথার বা উপবিধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে, আদালত এমত

গতিক না থাকাই অনুমান করিবেন। ঐ গতিক থাকার প্রমাণ করিবার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে যে মনের বৈকৃতি প্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারি নাই।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(খ) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে, সে কহে হঠাৎ গুরুতর ক্রোধজনক কার্য্য হওয়াতে আমি আত্মদমন করিতে পারিলাম না

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(গ) দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারার এই বিধি, ৩৩৫ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্য স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও গুরুতর হানি করিলে, তাহার অমুক অমুক দণ্ড হইবে

আনন্দের নামে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হানি করিবার অভিযোগ হয়

সেই অভিযোগ যাহাতে ৩৩৫ ধারার অধীনে আইসে, ইহার প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

যে বৃত্তান্ত বিশেষ জানা আছে তাহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৬ ধারা কোন বৃত্তান্ত যদি বিশেষ কোন ব্যক্তির জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ

(ক) কোন ক্রিয়ার ভাব ও গতিক বিবেচনায় যে অভিপ্রায় বোধ হয়, ঐ ক্রিয়াকারী ব্যক্তি তদ্ভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে ঐ কর্ম্ম করিলে, সেই অভিপ্রায়ের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে

(খ) আনন্দ টিকিট না লইয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছে, এই অভিযোগ হইলে সে টিকিট পাইয়াছিল ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি থাকে

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে বর্ত্তমান ছিল, তাহার মৃত্যুর প্রমাণ করিবার ভারের কথা

১০৭ ধারা অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে, কি গত হইয়াছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে যদি গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার বর্ত্তমানতার প্রমাণ করা যায়, তবে সে গত হইয়াছে এই কথা যে ব্যক্তি বলে, তাহারই প্রতি সেই কথা প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

সাত বৎসর যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তাহার বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৮ ধারা অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে কি গত হইয়াছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে, সে জীবদ্দশায় থাকিলে যে ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাহার সন্ধান পাইত, এমত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পায় নাই, ইহার প্রমাণ করা গেলে, যে ব্যক্তি তাহাকে বর্ত্তমান কহে, তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তিবে

অংশী ও প্রজা ও কর্ম্মকারক হওয়ার প্রমাণ করিবার ভারের কথা

১০৯ ধারা। অমুক ব্যক্তিরা পরস্পর অংশী কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজা, কিম্বা কর্ত্তা ও কর্ম্মকারক ভাবাপন্ন আছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে যদি তাহাদের পরস্পর সেই ভাবাপন্ন থাকার ন্যায় কার্য্যকারক প্রমাণ করা যায় তবে তাহারা পরস্পর সেই ভাবাপন্ন নহে, কিম্বা পূর্ব্বে থাকিলেও এখন সেই ভাবাপন্ন নয় এই কথা যে ব্যক্তি কহে, তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে

স্বামিত্ব বিষয়ে প্রমাণ করিবার ভারের কথা

১১০ ধারা। কোন দ্রব্য অমুক ব্যক্তির অধিকারে আছে ইহা দর্শান গেলে ও সে ঐ দ্রব্যের স্বামী কি না এই বিষয়ের বিবাদ হইলে, সে স্বামী নয় এই কথা যে ব্যক্তি কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে

কোন ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসভাজন হইলে কোন ব্যাপারে তাঁহার সারল্যের প্রমাণের কথা

১১১ ধারা। কর্ম্ম সম্পর্কে এক ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসভাজন হইলে, অমুক কোন ব্যাপার সরলভাবে করা গিয়াছে কি না, এই বিষয়ে যদি তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন ঐ ব্যাপারটির সরলতার প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে

উদাহরণ

(ক) মক্কেল উকীলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বিক্রয় ব্যাপার সরলভাবাপন্ন কি না, মক্কেলের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার উকীলের প্রতি বর্ত্তে

(খ) পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বিক্রয় ব্যাপার সরলভাবাপন্ন কি না পুত্রের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার পিতার প্রতি বর্ত্তে

বিবাহিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে, তাহার ঔরসজাত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণের কথা

১১২ ধারা। জননীর সঙ্গে পুরুষের পতিপত্নীভাব থাকিতে কিম্বা সেই সম্বন্ধ বিলোপ হইবার পর দুই শত অশীতি দিনের মধ্যে জননী অবিবাহিতা থাকিতে, যদি সন্তান জন্মে, তবে যে সময়ে গর্ভ সঞ্চার হয়, সেই সময়ে উক্ত পুরুষের ও স্ত্রীর সমাগম ছিল না, ইহার প্রমাণ না হইলে, উক্ত বৃত্তান্ত ঐ সন্তানের ঔরসজাত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়।

দেশ দত্ত হওয়ার প্রমাণের কথা।

১১৩ ধারা। ব্রিটিশ দেশের কোন অংশ এতদ্দেশীয় কোন রাজ্য সরকারে বা রাজার বা কর্ত্তার দেশভুক্ত করা গিয়াছে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইলে, ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট তারিখে সেই দেশ সিদ্ধরূপে দত্ত হইয়াছে, ঐ জ্ঞাপনপত্রই ইহার নিশ্চয় প্রমাণ।

কোন বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালতের অনুমান করিবার কথা

১১৪ ধারা স্বাভাবিক কোন ব্যাপার ও লোকাচার এবং সাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসাদি সামান্যতঃ যে ধারামতে হইয়া থাকে আদালত কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সহিত সেই ব্যাপারাদির সম্বন্ধ বিবেচনায় যে বৃত্তান্ত ঘটা সম্ভব বোধ করেন,তাহা ঘটিয়াছে, এমত অনুমান করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আদালত এই এই অনুমান করিতে পারিবেন

(ক) কোন দ্রব্য চোরিত হইবার অল্পকাল পরে তাহা যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়, সে কি প্রকারে পাইল, ইহা জানাইতে না পারিলে সেই চোর, অথবা চোরা দ্রব্য জানিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে

(খ) গুরুতর নানা বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে, সে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

(গ) হুণ্ডী সংকরাইয়া দেওয়া গেলে কি তাহার পৃষ্ঠ লিপি করা গেলে উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া তাহার পৃষ্ঠ লিপি দেওয়া যায় নাই, কি তাহার পৃষ্ঠ লিপি করা যায় না

(ঘ) কোন বিষয় কি কোন বিষয়ের ভাব বহুকাল স্থায়ী হওয়াতে তদপেক্ষা অল্প-কালের মধ্যে আছে, ইহার প্রমাণ করা গেলে সেই বিষয় কি সেই বিষয়ের সেই ভাব অদ্যাপি আছে

(ঙ আদালতসংক্রান্ত ও রাজকীয় পদসংক্রান্ত কর্ম্ম নিয়মমতে করা গেলে

(চ) বিশেষ স্থলে কার্য্য করিবার চলিত ধারামতে কার্য্য করা গেলে

(ছ) প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিলেও না করা গেলে, যে ব্যক্তি তাহা গোপনে রাখে, ঐ প্রমাণ উপস্থিত হইলে তাহার অপকার হয়

(জ) যে ব্যক্তি আইনমতে কোন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নয় সে যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে তবে উত্তর দিলে, তাহার বিপক্ষ হয়।

(ঝ) যে দলীলের দ্বারা দায় সৃষ্ট হয়, তাহা দায়ী ব্যক্তির হাতে থাকিলে, সেই দায় শোধ হইল

কিন্তু স্থলবিশেষে উক্ত নিয়ম খাটে কি না, আদালত নিম্নলিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন

(ক) উদাহরণের স্থলে টাকাতে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল, চুরি হইবার কিঞ্চিৎ পরে ঐ টাকা কোন দোকানদারের বাক্সে কি বাগে পাওয়া গেল, কিন্তু ক্রমাগতমে সে অনেক টাকা পাইয়া থাকে, অতএব সেই টাকাটি কাহার কাছে পাইল, তাহা জানে না

(খ) উদাহরণের স্থলে —কোন কল স্বস্থানে সাজাইয়া রাখিবার সময়ে কোন কার্য্যের অমনোযোগ হওয়াতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইল বলিয়া যথাপরাধে আনন্দ নামে অতি ভদ্র এক ব্যক্তির বিচার হয় বলরাম নামক তাঁহার ভৃত্য ভদ্র আর এক ব্যক্তি সেই কল সাজাইয়া রাখিবার কার্য্যের সংশ্রবী ছিলেন ও কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহা বিশেষ মতে

উল্লেখ ক রয়া আনন্দ ও আমি উভয়ের অমনোযোগে হইয়াছিল, এই কথা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন।

(খ) উদাহরণের স্থলে —অনেক ব্যক্তি মিলিয়া কোন অপরাধ করিলে আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র নামক তিনজন অপরাধী তৎস্থানেই ধৃত হইলো তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রাখা গেল। প্রত্যেক জন ঐ অপরাধের বর্ণনা করিয়া সহায় বলিয়া দীননাথের নাম দিল, এবং তাহাদের বর্ণনা পরস্পর যেরূপে মিলে. তাহা দেখিয়া তাহাদের কোন ষটচক্রের সম্ভাবনা বোধ হয় না

(গ) উদাহরণের স্থলে।—আনন্দ নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডী লিথিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী বলরাম নামক যে ব্যক্তি তাহা সাকরাইয়া দিল সে যুব ও অপটু ও সম্পূর্ণরূপে আনন্দের বশতাপন্ন।

(ঘ) উদাহরণের স্থলে।—পাঁচ বৎসর গত হইল কোন নদীর স্রোত বিশেষ খাত দিয়া বহিয়া যাইত, ইহার প্রমাণ হইল, কিন্তু তৎপরে একবার বন্যা হওয়াতে তাহার প্রবাহের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

(ঙ) উদাহরণের স্থলে।—আদালতের কোন কার্য্য নিয়মমতে হইল কি না, এই বিবাদ হওয়াতে অসাধারণ ভাবগতিকে সেই কার্য্য করা স্থির থাকিবে

(চ) উদাহরণের স্থলে —অমুক পত্র পাওয়া গিয়াছে কিনা, এই প্রশ্ন হওয়াতে সেই পত্র ডাকে দেওয়া গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোন হাঙ্গামাপ্রযুক্ত রীতিমতে ডাকপত্র চালানের ব্যাঘাত হইল।

(ছ) উদাহরণের স্থলে।—অন্নকার্য্যের কোন এক চুক্তিপত্রের উপর কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয়, কিন্তু তাহা উপস্থিত করিলে তাহার পরিবারস্থ লোকদের দুঃখ ও তাঁহাদের মানের হানি হইতে পারে বলিয়া তিনি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করেন।

(জ) উদাহরণের স্থলে অমুক ব্যক্তি আইনমতে অমুক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নহেন, কিন্তু যে ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায়, উত্তর দিলে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যাপারে তাহার হানি হইতে পারে।

(ঝ) উদাহরণের স্থলে —দায়ী ব্যক্তির হাতে থৎপাওয়া গেল ভাব গতিক বিবেচনায় সে তাহা চুরি করিয়া লইয়া থাকিবে

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধা বিষয়ক কথা।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা

১১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানপূর্ব্বক আপনার কথার বা ক্রিয়াদ্বারা কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মায় কিম্বা জন্মাইতে দেয় ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাহাকে কার্য্য করায় বা তাহাকে কার্য্য করিতে

দেয়, তবে তাহার এবং সেই ব্যক্তির কিম্বা তদীব স্থলাভিষিক্তের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, সেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ঐ কথা সত্য নয় বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পাইবে না।

উদাহরণ।

কোন ভূমিখণ্ড আমার বলিয়া আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ অসত্য কথায় বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া মূল্য দিবার প্রবৃত্তি দেয়।

পশ্চাৎ ঐ ভূমি যথার্থই আনন্দের সম্পত্তি হইলে, বলরামের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ব ছিল না বলিয়া আনন্দ ঐ স্বত্ব অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এইস্থলে পূর্ব্বে তাহার স্বত্ব না থাকার প্রমাণ করিবার অনুমতি হইবে না।

প্রজার স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১১৬ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে প্রজা হয়, সেই সময়ের প্রারম্ভে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না, ঐ প্রজার যতকাল অধিকার থাকে, ততকাল সে কিম্বা তাহার দ্বারা কোন দাওয়াদার ইহা কহিতে পারিবে না। ও কোন স্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তাহার অনুমতি পত্রদ্বারা অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে, ঐ অনুমতি দেওন সময়ে সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ব ছিল না, ইহা কহিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয়, তাহার বা ন্যাসধারীর বা অনুমতি প্রাপ্তার স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

১১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলে ঐ হুণ্ডীর লেখক তাহা লিখিতে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম নয় ইহা কহিতে পাইবে না ও দ্রব্য যে সময়ে ন্যস্ত করা যায় বা অনুমতিপত্র যে সময়ে দেওয়া যায়, সেই সময়ে ন্যাসদাতার বা অনুমতিদাতার ন্যাস বা অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না ঐ ন্যাসধারী কি অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহা কহিতে পাইবে না।

১ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয়, হুণ্ডী যাহার লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির লিখিত নয়, ইহা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে।

২ ব্যাখ্যা।—ন্যাসধারী যদি ন্যাসদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত দ্রব্য সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে ন্যাসদাতার বিপক্ষে সেই ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল আছে, এ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

—০—

নবম পরিচ্ছেদ।—সাক্ষীদের কথা।

কাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে, এই বিষয়ের কথা।

১১৮ ধারা। কোমল বয়স কিম্বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিম্বা শরীরের রোগ কি মনের বৈকৃতি কিম্বা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা

বুঝিতে অক্ষম হইলে, কিম্বা স্ববুদ্ধিমতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, এমত ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম

ব্যাখ্যা —ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় ক্ষিপ্তমনা প্রযুক্ত সে তাহা বুঝিতে ও স্ববুদ্ধিমতে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, এমন স্থল ভিন্ন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিবার অক্ষম নহে।

মূক সাক্ষীদের কথা

১১৯ ধারা কোন সাক্ষী কথা কহিতে না পারিলেও লিখন বা সঙ্কেত প্রভৃতি কোন প্রকারে ভাব বোধগম্য করিতে পারিলে, সেই প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিবে কিন্তু লিখিয়া দিলে মুক্তদ্বার আদালতে লিখিতে হইবে ও সঙ্কেত করিলে মুক্তদ্বার আদালতে সঙ্কেত করিতে হইবে তদ্রূপ যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে

দেওয়ানী [illegible] ফৌজদারী মোকদ্দমার বিবাহিতা স্ত্রী পুরুষের কথা

১২০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে উভয়পক্ষ এবং অন্যতর পক্ষের স্বামী বা ভার্য্যা যোগ্য সাক্ষী হইবে, কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী যোগ্য সাক্ষী হইবে

জজের ও মাজিষ্ট্রেটের কথা

১২১ ধারা কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট আদালতে যদ্রূপ আচরণ করেন, কিম্বা আদালতে জজ কি মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ অধিবিষ্ট হইয়া যে বিষয় অবগত হন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করা গেলে, তিনি যে আদালতের অধীন থাকেন, সেই আদালত হইতে বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে, তাঁহার স্থানে বলক্রমে সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু জজ কি মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ অধিবিষ্ট হওন কালে তাঁহার সাক্ষাৎ অন্য যে ব্যাপার ঘটিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে

উদাহরণ

(ক) সেশন আদালতে আনন্দের বিচার হইতেছে, এমন সময়ে সে কহে যে বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষ্য লন, তাহা অনুচিতমতে লওয়া গিয়াছে সেশন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না হইলে সেই বিষয়ে বলপূর্ব্বক বলরামের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না

(খ) বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বলিয়া সেশন আদালতে আনন্দের নামে অভিযোগ হয় আনন্দ কি কহিয়াছিল, সেশন আদালতে স্পষ্ট আজ্ঞা না থাকিলে বলরামের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে না

(গ) বলরাম নামক সেশন জজের সম্মুখে আনন্দের বিচার হইতেছে, এমন সময়ে সে পোলীসের কর্ম্মকারককে বধ করিতে চেষ্টা করিল, সেশন আদালতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইলে সেই ব্যাপারের বিষয়ে বলরামের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

বিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীর ও স্বামীর পরস্পর উক্তির কথা

১২২ ধারা। স্বামীর ও স্ত্রীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়, কিংবা মোকদ্দমাঘটিত যে ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামীর বিপক্ষে স্বামীর বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তদ্ভিন্ন

স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে, তাহা তাহাদের একতর ব্যক্তির দ্বারা বলক্রমে প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে না, এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল, সে কিংবা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে, তাহার পতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না।

রাজব্যাপার বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

১২৩ ধারা রাজ্যের কোন কর্ম্ম বিভাগে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষ হন, তাঁহার অনুমতি না হইলে, কোন ব্যক্তি সেই বিভাগসংক্রান্ত রাজকীয় কোন অপ্রকাশিত কাগজপত্রে উল্লিখিত কোন রাজব্যাপারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পাইবে না। ঐ অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন।

রাজকীয় কার্য্যঘটিত উক্তি বিষয়ক কথা।

১২৪ ধারা রাজকীয় কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি তদীয় বিবেচনায় সাধারণের স্বার্থের হানি হয়, তবে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকদ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করান যাইবে না।

অপরাধবিষয়ক সন্ধান দেওয়ার কথা।

১২৫ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মচারী কোন অপরাধ কৃত হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে বাধ্য করা যাইবে না এবং কোন রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী কোন রাজস্বসম্পর্কীয় অপরাধ কৃত হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে বাধ্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা —এই ধারায় রাজস্ব-কর্ম্মচারী বলিতে রাজস্বের কোন বিভাগের কার্য্যে বা কার্য্যসম্পর্কে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে।

উকীল প্রভৃতির নিকট প্রকাশিত বাক্যের কথা।

১২৬ ধারা কোন বারিষ্টার কিংবা মোক্তার কিংবা প্লীডার কিংবা উকীলস্বরূপ কোন বারিষ্টরের কি মোক্তারের কিংবা প্লীডরের কি উকীলের কার্য্য করণ কালে সেই কার্য্যের উদ্দেশে তাঁহার মক্কেল কিংবা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যে কথা কহে, মক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে তিনি কস্মিন্ কালে তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিংবা আপন পদের কার্য্যের উদ্দেশে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন, তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না। এবং আপনার উক্ত কার্য্যক্রমে বা ঐ কার্য্যের উপলক্ষে মক্কেলকে যে পরামর্শ দেন, তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না।

পরন্তু এই ধারাক্রমে নিম্নলিখিত কথা গোপনে রাখিবার অনুমতি নাই।

(১) বেআইনী কোন কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে উক্ত প্রকারে যে কথা কহা যায় তাহা।

(২) কোন বারিষ্টর কি প্লীডর কি মোক্তার কি উকীল কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত

কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে পর, যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন অপরাধ কি প্রতারণার কার্য্য হওয়া দৃষ্ট হয়, কার্য্যক্রমে এমত বৃত্তান্ত তাহার জ্ঞানগোচর হইলে তাহা।

সেই বৃত্তান্তের প্রতি মক্কেলের দ্বারা বা তাহার সপক্ষীয় অন্য ব্যক্তির দ্বারা বারিষ্টরের বা প্লীডারের বা মোক্তারের বা উকীলের মনোযোগ করান গেলে বা না গেলেও ইহা অকিঞ্চিৎকর

ব্যাখ্যা।—উক্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরও এই ধারার নির্দ্দিষ্ট দায় প্রবল থাকে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক মক্কেল বলরাম মোক্তারকে কহে, আমি জালকরণ অপরাধ করিয়াছি, আপনি আমার পক্ষসমর্থন করুন

যাহাকে অপরাধী বলিয়া জানা গেল, তাহার পক্ষসমর্থন করা অপরাধঘটিত অভিপ্রায় নয়, অতএব উক্ত কথা গুপ্ত রাখা যাইতে পারিবে

(খ) আনন্দ নামক মক্কেল বলরাম নামক উকীলকে কহে, আমি কৃত্রিম দলীল দেখাইয়া কোন সম্পত্তির অধিকার পাইতে চাহি, তুমি সেই দলীলের উপর নালিশ কর

অপরাধ সফল করিবার উদ্দেশে এই কথা কহা গেল, অতএব তাহা প্রকাশ থাকিবার কথা নয়

(গ) আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিবার অভিযোগ হওয়াতে তিনি আপনার পক্ষে উত্তর দিবার জন্যে বলরাম নামক উকীলকে নিযুক্ত করেন আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিয়া যত টাকা লইবার অভিযোগ হয়, আনন্দের খাতাবহীতে তত টাকা তাহার নামে খরচ লেখা আছে বলরাম মোকদ্দমার চলন সময়ে ইহা দেখিতে পান কিন্তু মোকদ্দমার আরম্ভে খাতায় সেই কথা ছিল না

বলরাম মোকদ্দমার কার্য্য চলন সময়ে উক্ত ব্যাপার অবগত হইলেন ও কার্য্যানুষ্ঠানের আরম্ভ হইবার পর ঐ প্রতারণা কার্য্য করা গেল, ইহা দেখা যায়, অতএব তাহা গোপন থাকার কথা নয়

দোভাষী প্রভৃতির প্রতি ১২৬ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

১২৭ ধারা দোভাষীদের প্রতি এবং বারিষ্টরদের ও প্লীডারদের ও মোক্তারদের ■ উকীলদের ■ কেরাণীদের ও চাকরদের প্রতিও ১২৬ ধারার বিধান বর্ত্তে

কোন পক্ষ স্বেচ্ছামতে সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ক্ষমতা রহিত না হইবার কথা

১২৮ ধারা মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিংবা অন্য কারণে সাক্ষ্য দিলে, তৎপ্রযুক্ত ১২৬ ধারার লিখিত কথা প্রকাশ করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ আপনার উক্ত বারিষ্টরকে বা প্লীডারকে বা মোক্তারকে বা উকীলকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করিয়া যদি তাঁহাকে কোন বিষয়ের প্রশ্ন করেন, তবে সেই প্রশ্ন না করিলে ঐ বারিষ্টর প্রভৃতি যে যে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন না, জিজ্ঞাসিত কেবল সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিতে পারিবেন, মক্কেলের এই বিষয়ে সম্মতি হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

উকীল প্রভৃতির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহার কথা

১২৯ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের সঙ্গে পরামর্শ করণকালে বিশ্বাসপূর্ব্বক যে যে কথা জ্ঞাত করে, আদালতে তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই কথা প্রচার করান যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাব করে, তবে যে সাক্ষ্য দেয়, তাহার ব্যাখ্যাকরণার্থে উক্ত কথার যে অংশ আদালতের বিবেচনায় প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে, অন্য কথা নয়।

সাক্ষীর আগমপত্র উপস্থিত করিবার কথা

১৩০ ধারা। মোকদ্দমার একপক্ষ ভিন্ন কোন সাক্ষীর সম্পত্তির যে আগমপত্র থাকে, কিংবা যে দলীলের শক্তিতে সে বোধ কি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ কোন সম্পত্তি ভোগ করে, কিংবা অন্য যে দলীল উপস্থিত কর গেলে, তাহাকে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, সে ঐ দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থকের নিকট কিংবা তাঁহার দ্বারা অন্য দাওয়াদারের নিকট ঐ দলীল উপস্থিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিয়া না দিলে, তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই দলীল উপস্থিত করান যাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যে দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, সেই দলীল অপর ব্যক্তির নিকট থাকিলে, তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট দলীল থাকিলে, যদি তাহা দেখাইতে তাহার অস্বীকার করিবার অধিকার থাকে, তবে তাহার অনুমতি না হইলে, অন্য ব্যক্তির নিকট তাহার সেই দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান যাইতে পারিবে না।

প্রশ্নের উত্তর দিলে সাক্ষীকে অপরাধী করা যায়, এই কারণে উত্তর দেওয়ার ক্ষমা না হইবার কথা

১৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিংবা দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ইহঘটিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, সাক্ষী সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে, তাহার অপরাধী হইতে হইবে, কিংবা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, কিম্বা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবে, কিংবা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ঐ সকল দণ্ডের দায়ী করা যাইতে পারিবে, ইহা বলিয়া তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমা হইবে না।

উপবিধি।

কিন্তু সাক্ষীর স্থানে বলপূর্ব্বক সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া গেলেও, সেই উত্তরক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে অভিযোগ হইতে পারে, তদ্ভিন্ন ঐ সাক্ষী তদ্ধেতুক ধৃত হইতে কিংবা তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে না ও ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রভৃতিতে তাহার বিপক্ষে সেই উত্তরের প্রমাণ করা যাইবে না।

সহায়ের কথা।

১৩৩ ধারা। সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযোগ্য সাক্ষী হইবে এবং

সহায়ের সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ না হইলেও সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দোষ নির্ণয় হইল, কেবল ইহা বলিয়া ঐ দোষ নির্ণয় বেআইনী নয়

সাক্ষীদের সংখ্যার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের প্রমাণার্থে সাক্ষীদের কোন বিশেষ সংখ্যা ধরিবার প্রয়োজন নাই

দশম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষীদের পরীক্ষার কথা।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার ও সাক্ষ্য গ্রহণের কথা

১৩৫ ধারা। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধান সম্পর্কে তৎকালীন যে বিধি বা ব্যবহার প্রচলিত থাকে তদনুসারে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিবার ক্রম ধার্য্য হইবে। বিধি না থাকিলে আদালতের বিবেচনামতে করা যাইবে

সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি না, এই বিষয় বিচারপতির নির্ণয় করণের কথা

১৩৬ ধারা। কোন এক পক্ষ কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করিলে, ঐ কথিত বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইলে কি প্রকারে প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি ঐ সাক্ষ্য দেওনের প্রস্তাবকারীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ও সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন, নচেৎ করিবেন না।

যে বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ ভিন্ন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হইলে, সেই পক্ষ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার না করিলে ও আদালত সেই অঙ্গীকার সন্তোষজনক জ্ঞান না করিলে প্রথমোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে

কথিত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ না হইলে যদি কথিত অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক না হয়, তবে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনামতে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দিবেন কিম্বা প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার আদেশ করিবেন

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কথিত হইয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের বিষয়ে সেই ব্যক্তির উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় ও ৩২ ধারা মতে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক

এই স্থলে, যে ব্যক্তি ঐ উক্তির প্রমাণ দিতে চাহে ঐ উক্তির প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির যে মৃত্যু হইয়াছে তাহার এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে

(খ) কোন দলীল হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিলিপি দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিলিপি দেখাইবার প্রস্তাব করে, প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মূল পত্র যে হারাইয়াছে তাহার এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে

(গ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই, তাহার এই উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়

ঐ দ্রব্য প্রকৃত সেই দ্রব্য কি না, তদনুসারে তাহার অস্বীকার-বাক্য প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। অতএব ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই, এই কথার প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে আদালত ঐ দ্রব্য নিশ্চিত করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা আপনার বিবেচনামতে ঐ দ্রব্য নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই, এই কথার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিবেন।

(ঘ) ইস্তুঘটিত কোন বৃত্তান্তের কারণ কি ফল বলিয়া অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়। সেই বৃত্তান্ত ইস্তুঘটিত বৃত্তান্তের কারণ কি ফলস্বরূপ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে অন্য তিনটি বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক। আদালত ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন অথবা ঐ অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার পূর্ব্বে ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মুখ্য পরীক্ষার কথা।

১৩৭ ধারা যে পক্ষ সাক্ষীকে আহ্বান করে, তাহার দ্বারা সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা মুখ্য পরীক্ষা বলা যায়

কূট পরীক্ষার কথা

বিপক্ষপক্ষদ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা কূটপরীক্ষা কহা যায়;

পুনঃপরীক্ষার কথা

যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, কূট পরীক্ষার পর তাহার দ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা পুনঃপরীক্ষা বলা যায়

পরীক্ষা লইবার ক্রম পুনঃ পরীক্ষার লক্ষ্যের কথা।

১৩৮ ধারা প্রথমে সাক্ষীদের মুখ্য পরীক্ষা লওয়া যাইবে পরে বিপক্ষ পক্ষের ইচ্ছা হইলে তাহার কূট পরীক্ষা হইবে যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিল, তৎপশ্চাৎ তাহার ইচ্ছা থাকিলে সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষা হইবে

পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে কিন্তু মুখ্য পরীক্ষাকালে সাক্ষী যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয় কূট পরীক্ষাকালে সেই বৃত্তান্ত ভিন্ন অন্য বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে

কূটপরীক্ষাকালে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় তাহার ব্যাখ্যা করণোদ্দেশে পুনঃ পরীক্ষা হইবে পুনঃপরীক্ষাকালে আদালতের অনুমতিক্রমে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে বিপক্ষ পক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন

দলীল দেখাইবার জন্য আহূত ব্যক্তির কূটপরীক্ষার কথা

১৩৯ ধারা কোন সাক্ষী দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত হইয়া দলীল দেখায় কেবল এই কারণে সে সাক্ষী হয় না ও সাক্ষিস্বরূপ তাহাকে আহ্বান করা না গেলে তাহার কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে না

চরিত্র বিষয়ক সাক্ষীদের কথা।

১৪০ ধারা। চরিত্রবিষয়ক সাক্ষীদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা হইতে পারিবে।

বিশেষ উত্তরলক্ষ্য প্রশ্নের কথা।

১৪১ ধারা। প্রশ্নকারী ব্যক্তি প্রশ্নের যে বিশেষ উত্তর পাইবার ইচ্ছা বা আশা রাখে, প্রশ্নদ্বারাই তাহা জানা গেলে, তাহাকে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন বলা যায়।

যে স্থলে তদ্রূপ প্রশ্ন করা অবিধেয়, তাহার কথা।

১৪২ ধারা। উত্তরলক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আপত্তি হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা মুখ্য পরীক্ষা বা পুনঃপরীক্ষাকালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশে যে বিষয় ব্যক্ত হয়, সেই বিষয়ের কিম্বা অবিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আদালতের বিবেচনায় যে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ হইল, আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবেন।

যে স্থলে ঐ প্রশ্ন বিধেয়, তাহার কথা।

১৪৩ ধারা। কূটপরীক্ষাকালে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে

লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর পরীক্ষা হইতেছে এমন সময়ে তিনি যে চুক্তির কি সম্পত্তিদান কি নিরূপণের সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহা কোন দলীলে লেখা আছে কি না তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে। সে স্বীকার করিলে কিম্বা যে কোন দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে কোন কথা কহিতে উদ্যত হইলে ও আদালতের বিবেচনায় সে দলীল উপস্থিত করা কর্ত্তব্য হইলে, সেই দলীল যতকাল উপস্থিত না করা যায়, কিম্বা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষীর আহ্বানকারী ব্যক্তির গৌণসাক্ষ্য দিবার অধিকার হয় যতকাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা না যায়, বিপক্ষ পক্ষ ততকাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা। দলীলের মর্ম্মবিষয়ে অন্য ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইলে, সাক্ষী সেই উক্তির বাচনিক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল

বলরাম পত্র লিখিয়া আমার নামে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ করিয়াছে, আমিও তাহার প্রতিহিংসা করিব আনন্দ দীননাথকে এই কথা কহিল, চন্দ্র কহে, আমি সেই কথা শুনিয়াছি। এই কথার দ্বারা আনন্দের মনে আক্রমণ করিবার প্রবর্ত্তক ভাব প্রকাশ হয়, অতএব প্রাসঙ্গিক কথা হওয়াতে ঐ পত্রের অন্য সাক্ষ্য না দেওয়া গেলেও উক্ত কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিখিত পূর্ব্ব উক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৪৫ ধারা। সাক্ষী যদি লিখিয়া কোন উক্তি করে কিম্বা করিবার পর তাহা লিখিয়া দেয়, তবে সেই কথা বিবাদীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ লিখন কাহাকে না দেখাইয়া

তাহা প্রমাণিত না হইয়া তাহার সেই কথার বিষয়ে কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে কিন্তু যদি সেই লিখন দ্বারা তাহার উক্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ঐ লিখনের যে যে কথার দ্বারা তাহার কথা খণ্ডিবার অভিপ্রায় হয়, সেই সেই কথার প্রতি তাহাকে মনো-যোগ না করাইলে ঐ লিখনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

কূটপরীক্ষাকালে যে প্রশ্ন বিধেয়, তাহার কথা।

১৪৬ ধারা। সাক্ষীর কূটপরীক্ষা হওন কালে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নাতিরিক্ত অন্য যে যে প্রশ্নের দ্বারা।

(১) তাহার সত্যবাদিতার পরীক্ষা হয়,

কিম্বা (২) সে কে ও সংসার পক্ষে তাহার কি অবস্থা আছে ইহা জানা যাইতে পারে,

কিম্বা (৩) তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশকরণদ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে,

সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করিবার ভাবাপন্ন হইলেও কিম্বা তদ্দ্বারা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা স্পষ্ট রূপে বা চক্রান্তে তাহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলেও তাহাকে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে সাক্ষীর উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে, তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। উক্ত কোন প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, তাহার প্রতি ১৩২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

যে স্থলে প্রশ্ন করা যাইবে ও সাক্ষীর উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে,
এই কথা আদালতের নির্ণয় করিবার কথা

১৪৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নদ্বারা যদি সাক্ষীর চরিত্রের দোষ প্রকাশ হইয়া তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু তদ্ভিন্ন সেই প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোক-দ্দমাঘটিত কার্য্যের অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে এমন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, সাক্ষীর স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া যাইবে কি না, আদালত এই কথা নির্ণয় করিবেন, এবং সাক্ষী তাহার উত্তর দিতে আবদ্ধ নয়, আদালত উচিত বোধ করিলে তাহাকে এই কথা কহিয়া সতর্ক করিতে পারিবেন, স্বীয় বিবেচনাধীন উক্ত কার্য্যকরণকালে আদালতের এই এই বিষয় বিবেচ্য,

(১) প্রশ্নের ভাবদৃষ্টে যে দোষাদির অনুভূতি হয়, তাহা যথার্থ হইলে সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে, তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতাবিষয়ে আদালতের অভিমতের গুরুতর বৈলক্ষণ্য হইতে পারে, এমন স্থলে সেই প্রশ্ন উপযুক্ত

(২) প্রশ্নদ্বারা যে অনুভূতি হয়, তাহা বহুকালগত বিষয়সম্পর্কীয় হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা ভাবদৃষ্টে অনুভূতি যথার্থ হইলেও সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন, তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতাবিষয়ে আদালতের অভিমতে বৈলক্ষণ্য হয় না কিম্বা কিঞ্চিৎমাত্র বৈলক্ষণ্য হয়, এমন স্থলে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত

(৩) প্রশ্নদ্বারা সাক্ষীর চরিত্রপক্ষে যে দোষানুভূতি হয়, তাহার গুরুত্বের ও তদীয় সাক্ষ্যের গুরুত্বের মধ্যে যদি অত্যধিক বৈষম্য থাকে, তবে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত

(৪) সাক্ষীরা যদি উত্তর দিতে অস্বীকার করে তবে উত্তর দিলে তাহাদের অপকার হইবে আদালত উচিত বোধ করিলে এই অনুভূতি করিতে পারিবেন

উপযুক্ত কারণ না থাকিলে প্রশ্ন না করিবার কথা

১৪৯ ধারা কোন প্রশ্নদ্বারা যে অনুভূতি হয়, তাহা সমূলক, প্রশ্নকারীর এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলে ১৪৮ ধারার উল্লিখিত প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়

উদাহরণ

(ক) গুরুতর কোন একজন সাক্ষী দস্যু, মোক্তার কি উকীল কি বারিষ্টরকে এই কথা জ্ঞাত করিলে তিনি দস্যু কি না এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে

(খ) গুরুতর কোন সাক্ষী দস্যু, আদালতে উপস্থিত, কোন ব্যক্তি উকীলকে এই কথা জানাইলে উকীল তাহার স্থানে আর আর সন্ধান লইয়া তাহার সেই উক্তির সন্তোষজনক কারণ দেখিতে পান এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে

(গ) কোন সাক্ষীর বিষয় কেহ কিছুই জানে না তুমি দস্যু কি হঠাৎ তাহাকে এই প্রশ্ন করা যায় এই স্থলে সেই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই

(ঘ) কোন সাক্ষীর বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার জীবিকা চালাইবার উপায়ের প্রশ্ন হইলে, সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে

যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলেও প্রশ্ন করা গেলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা

১৫০ ধারা যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা উক্ত প্রকারের কোন প্রশ্ন করা গেল আদালতের যদি এই অভিমত হয় তবে বারিষ্টর কি প্লীডার কি উকীল কি মোক্তার সেই প্রশ্ন করিলে আদালত হাইকোর্টে কিম্বা ঐ বারিষ্টর কি প্লীডার কি উকীল কি মোক্তার আপনার বৃত্তি সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনে অন্য যে কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাধীন থাকেন তাঁহাকে সেই ব্যাপারের ভাবগতিক জ্ঞাত করাইবেন

লজ্জাকর ও অপমানজনক প্রশ্নের কথা

১৫১ ধারা আদালতের সম্মুখে বিবাদীয় যে যে বিষয় উপস্থিত থাকে কোন প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা তৎসম্পর্কীয় হইলেও আদালত তাহা লজ্জাকর কি নিন্দাজনক জ্ঞান করিলে, সেই জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু বিসম্বাদিত বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রশ্ন হইলে, কিম্বা ইসুঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না, ইহা নির্ণয় করণার্থে যে কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন সেই কথা সম্পর্কীয় হইলে নিষেধ করিবেন না।

অপমান কি বিরক্তিজনক প্রশ্নের কথা

১৫২ ধারা অপমান করিবার কিম্বা বিরক্তি জন্মাইবার উদ্দেশে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা গেল কিম্বা সেই কথার দোষ না থাকিলেও যে ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে

সা

অনাবশ্যক বিরক্তি জন্মিতে পারে, আদালত ইহা বোধ করিলে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিবেন

সত্যবাদিতার পরীক্ষার্থ প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৫৩ ধারা অনুসন্ধানার্থ কার্য্যের প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্নদ্বারা সাক্ষীর চরিত্র দোষ প্রকাশ হইয়া তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার যতদূর হানি হয় ততদূর সেই প্রশ্ন করা গেলে তাহার উত্তর দেওয়া গেলে পর, ঐ সাক্ষীর কথা খণ্ডাইবার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না কিন্তু যদি তাহার উত্তরবাক্য সত্য না হয়, তবে তৎপরে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

১ বর্জ্জনীয় কথা —ইহার পূর্ব্বে তোমার অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি না, সাক্ষীর নিকট এই প্রশ্ন হইলে, যদি সে তাহা অস্বীকার করে, তবে পূর্ব্বে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২ বর্জ্জনীয় কথা —যে প্রশ্নদ্বারা সাক্ষীকে পক্ষপাতী বলিয়া জানা যাইতে পারে, তাহার নিকট এমত প্রশ্ন হইলে সে যদি উত্তর দিয়া প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত অস্বীকার করে, তবে তাহার কথা খণ্ডান যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যে ব্যক্তি জাহাজের বিমাপত্র দেয়, তাহার উপর টাকার দাওয়া হইলে প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া সে ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করে

ইহার পূর্ব্ব কোন ব্যাপারে দাওয়াদার প্রতারণ পূর্ব্বক কোন দাওয়া করিয়াছিল কি না, তাহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

কিন্তু সেই প্রকারের দাওয়া করিয়াছিল, ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না

(খ) প্রবঞ্চনাহেতুক তোমাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল কি না, কোন উপস্থিত সাক্ষ্যের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে তাহা অস্বীকার করিল।

প্রবঞ্চনাহেতু তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল, ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যায়

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(গ) অমুক দিন লাহোরে বলরামকে দেখিলাম, আনন্দ এই কহিল।

তাহাতে তুমিই সেই দিনে কলিকাতায় ছিলে কি না আনন্দের নিকট এই জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল

আনন্দ সেই দিনে কলিকাতায় ছিল, ইহা দেখাবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য ফলতঃ যে কথার দ্বারা আনন্দের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আনন্দের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেই দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিল, তাহার এই কথা খণ্ডাইবার জন্য ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য

উক্ত অন্ততর স্থলে সাক্ষী অস্বীকার করিয়া যে কথা কহিয়াছিল, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধে অভিযোগ হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে, এমত সময়ে বলরামের বংশের সঙ্গে তোমার বংশের বহুকালাবধি বৈরিভাব আছে কি না, তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যায়

আনন্দ তাহা অস্বীকার করে ঐ প্রশ্নদ্বারা তাহার পক্ষপাতিতা দোষ প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া, তাহার সেই অস্বীকারবাক্য খণ্ডান যাইতে পারে।

কোন পক্ষের নিজ সাক্ষীর প্রতি প্রশ্নের কথা

১৫৪ ধারা। বিপক্ষপক্ষ কূটপরীক্ষা করিয়া যে প্রশ্ন করিতে পারে, যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহাকেও সাক্ষীর নিকট সেই প্রকারের প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করণের কথা

১৫৫ ধারা। বিপক্ষপক্ষ কিম্বা আদালতের অনুমতি হইলে যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, সেই ব্যক্তিও নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করিতে পারিবে।

(১) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষীকে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি, এই সাক্ষ্যদায়ী ব্যক্তিদের সাক্ষ্যদ্বারা

(২) সাক্ষীকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সে গ্রাহ্য করিয়াছে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রবর্ত্তনা স্বরূপ অন্য কোন কুটিল কার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ করণদ্বারা

(৩) তাহার সাক্ষ্যের যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে, সেই অংশ সহিত তাহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয়, সেই উক্তির প্রমাণ করণদ্বারা

(৪) কোন ব্যক্তির নামে বলাৎকারের কিংবা বলাৎকার করিবার উদ্‌যোগের অভিযোগ হইলে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা —এক সাক্ষী অন্য সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য কহিলে, সে মুখ্য পরীক্ষাকালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু জানাইতে আবদ্ধ নয় কিন্তু কূট-পরীক্ষাকালে তাহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও তাহার উত্তর খণ্ডান যাইবে না, কিন্তু মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভিযোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) বলরামের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া তাহাকে দেওয়া গেলে আনন্দ ঐ দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করে

চন্দ্র কহে, আমি বলরামকে ঐ দ্রব্য দিয়াছিলাম।

কিন্তু বলরামকে ঐ দ্রব্য দিই নাই সে পূর্ব্বে এই কথা কহিয়াছিল, ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য

(খ) বলরামের বধকরণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

যে আঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, আনন্দ দ্বারা আমার সেই আঘাত হইয়াছে, বলরাম মুমূর্ষুকালে এই কথা কহিল, চন্দ্রের এই সাক্ষ্য

কিন্তু আনন্দের দ্বারা কিম্বা তাহার সাক্ষাৎ ঐ আঘাত করা যায় নাই চন্দ্র পূর্ব্বে কোন সময়ে এই কথা কহিল, ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তবিষয়ক সাক্ষ্যের প্রতিপোষণসূচক প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবার কথা।

১৫৬ ধারা। যে সাক্ষীর কথা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকে, সে প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিলে, সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও স্থানে ঘটিয়াছিল, তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ও স্থানে অন্য যে ভাবগতিক দেখিতে পাইয়াছে, সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইলে, সাক্ষী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, আদালতের এই অভিমত থাকিলে সেই ভাবগতিকের বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

উদাহরণ

আনন্দ কোন দস্যুতা ব্যাপারের সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে। ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময়ে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে, কিন্তু ঐ দস্যুক্রিয়ার সহিত ঐ ব্যাপারের সম্পর্ক নাই।

ঐ দস্যুতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয়, তাহার প্রতিপাদনার্থে ঐ ঐ বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে

একই বৃত্তান্তের বিষয়ে সাক্ষীর পশ্চাৎ উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্যে তাহার পূর্ব্ব উক্তির প্রমাণ করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। কথিত বৃত্তান্ত যে সময়ে ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কি পরে সাক্ষী সেই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল, কিম্বা আইনমতে ঐ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে যে কথা কহিয়াছিল, সেই বিষয়ে সেই সাক্ষীর পশ্চাৎ উক্তির প্রতিপোষণার্থে সেই পূর্ব্ব কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

প্রমাণিত যে উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হয়, তৎসম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাহার কথা

১৫৮ ধারা। কোন উক্তি ৩২ কি [redacted] ধারামতে প্রাসঙ্গিক হইয়া প্রমাণ করা গেলে; যে ব্যক্তি, সেই উক্তি করিল, তাহাকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করা গেলে, সে কূটপরীক্ষাকালে লক্ষিত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করিলে যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইত, ঐ ব্যক্তির সেই উক্তি খণ্ডিবার কি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ কি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত সেই সেই বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

স্মরণের সাহায্যের কথা।

১৫৯ ধারা সাক্ষীর নিকট যে ব্যাপারের প্রশ্ন করা যায়, সেই ব্যাপার ঘটিবার সময়ে কিংবা তৎপশ্চাৎ যৎকালের মধ্যে আদালতের বিবেচনামতে তাহার মনে ঐ ব্যাপারের

স্পষ্ট স্মরণ থাকিতে পারে, তৎকালে যে কথা লিখিয়া রাখিল, পরীক্ষা হওন সময়ে সে ঐ লিখন দেখিয়া আপন স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে

আরও যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কথা লিখিয়া থাকে, এবং সাক্ষী উক্ত কালের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া তাহা যথার্থ জানিয়া থাকে, তবে সেই লিখনও দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে

স্মরণের সাহায্যের নিমিত্তে দলীলের প্রতিলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতির কথা

যেস্থলে সাক্ষীর প্রতি দলীল দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইবার অনুমতি হইতে পারে, সাক্ষী সেই স্থলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ দলীলের প্রতিলিপিও দেখিতে পারিবে কিন্তু এইস্থলে মূলপত্র উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আছে, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা জ্ঞাত করা আবশ্যক

প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যাদিঘটিত পুস্তক দৃষ্টে আপনার স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

১৫৯ ধারার উল্লিখিত দলীলে যে বৃত্তান্ত থাকে, তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৬০ ধারা। ১৫৯ ধারায় যে প্রকারের দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্ত লেখা থাকে, সাক্ষীর নিজ মনে সেই বৃত্তান্তের স্পষ্ট স্মরণ না থাকিলেও ঐ দলীলে সেই বৃত্তান্ত শুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে, ইহা যদি নিশ্চয় জানেন, তবে সেই বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

উদাহরণ

মুহুরির কার্য্যের ধারাক্রমে শুদ্ধরূপে খাতা লিখিয়া থাকেন, ইহা জানিলে যদি উপস্থিত বিশেষ ব্যাপার তাহার স্মরণে না থাকে, তথাপি ঐ বহীতে আপনার লিখিত কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

স্মরণের সাহায্যার্থে যে যে লিপির ব্যবহার হয় তৎসম্পর্কে বিপক্ষপক্ষের অধিকারের কথা।

১৬১ ধারা ইহার পূর্ব্ব দুই ধারায় যে লিপির উল্লেখ হইয়াছে, বিপক্ষপক্ষ তাহা দেখিতে চাহিলে তাহা উপস্থিত করিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে ও সে ইচ্ছা করিলে সেই দলীল ধরিয়া সাক্ষীর কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে।

দলীল উপস্থিত করিবার কথা

১৬২ ধারা সাক্ষীকে দলীল দেখাইবার জন্য সমন করা গেলে, সেই দলীল যদি তাহার অধিকারে কিম্বা তাহার ক্ষমতাধীন থাকে, তবে ঐ দলীল দেখাইবার কি গ্রাহ্য করিবার যে আপত্তি হউক, তাঁহার ঐ দলীল আদালতে আনিতেই হইবে সেই আপত্তি যথার্থ কি না আদালত ইহা নির্ণয় করিবেন।

আদালত যদি বিহিত বোধ করেন, তবে রাজকীয় ব্যাপার বিষয়ক দলীল না হইলে তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ দলীল গ্রাহ্য কি না, ইহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত অন্য সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

দলীলের অনুবাদের কথা।

উক্ত কার্য্যহেতুক দলীল অনুবাদ করা প্রয়োজন হইলে, কিন্তু সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিতে না হইলে, আদালত বিহিত বিবেচনায় অনুবাদককে ঐ দলীলের মর্ম্ম কাহাকেও না জানাইতে আজ্ঞা করিবেন অনুবাদক সেই আজ্ঞা না মানিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে

নোটিস দিয়া যে দলীল তলব হইয়া উপস্থিত করা যায়
তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ দিবার কথা।

১৬৩ ধারা এক পক্ষ দলীল আনাইবার আদেশ করিয়া অপর পক্ষকে তাহা আনিবার নোটিস দিলে ও সেই দলীল উপস্থিত করা গেলে ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিল, সে তাহা দেখিলে ও যে পক্ষ উপস্থিত করে, সে ঐ পত্র সাক্ষ্যস্বরূপ সমর্পণ করিবার আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্যস্বরূপ তাহা দিতে আবদ্ধ আছে।

নোটিস পাইলেও যে দলীল উপস্থিত করিবার অস্বীকার হয়,
তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিবার কথা

১৬৪ ধারা কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলেও যদি সে তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে, তবে বিপক্ষপক্ষের সম্মতি কিম্বা আদালতের আজ্ঞা না হইলে, সে পরে সাক্ষ্যস্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পারিবে না

উদাহরণ।

আনন্দ কোন নিয়মপত্রের উপর বলরামের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে সেই পত্র আনিতে নোটিস দেয় বিচার কালে আনন্দ ঐ পত্র দেখাইতে বলিলে বলরাম তাহা দেখাইতে স্বীকার করে না আনন্দ সেই পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দেয়, পরে বলরাম আনন্দের ঐ গৌণসাক্ষ্য খণ্ডিবার জন্য কিম্বা নিয়মপত্রে ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় নাই ইহা দেখাইবার জন্য ঐ পত্র দেখাইবার উদ্যোগ করিলেও পারিবে না

প্রশ্ন করিবার কিম্বা দলীল আনিতে আজ্ঞা দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৬৫ ধারা বিচারপতি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপযুক্ত প্রমাণের সন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা সেই প্রমাণ পাইবার উদ্দেশে যখন যে প্রশ্ন ইচ্ছা করেন, প্রাসঙ্গিক কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে কোন প্রকারে কোন সাক্ষীর নিকট সেই প্রশ্ন করিতে ও কোন দ্রব্য কি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও অন্যতর পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের মোক্তারেরা উক্ত প্রশ্নের কি আজ্ঞার উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ও সাক্ষী সেই প্রশ্নের যে উত্তর দেয়, তদ্বিষয়ে আদালতের অনুমতি ভিন্ন তাহার কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু এই আইনে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, নিষ্পত্তি নিয়মিতরূপে প্রমাণিত সেই বৃত্তান্তমূলক হইবে

পরন্তু বিপক্ষপক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে যদি এই আইনের ১২১ অবধি ১৩১ ধারা পর্য্যন্ত সমস্ত ধারামতে তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর

দিতে কিম্বা দলীল দেখাইতে অস্বীকার করিবার অধিকার থাকিত, তবে এই কথাক্রমে সেই প্রশ্ন করিতে কিম্বা সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে বিচারপতির ক্ষমতা হইবে না। এবং ১৪৮ বা ১৪৯ ধারামতে অন্য ব্যক্তির যে প্রশ্ন করা অনুচিত হয়, বিচারপতি সেই প্রশ্ন করিবেন না এবং পূর্ব্ব বর্জ্জিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে বিচারপতি এই ধারার বলে কোন দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য উপেক্ষা করিতে পারিবেন না

জুরীর বা আসেসরদের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৬ ধারা বিচারপতি আপনি যে প্রশ্ন করিতে পারেন ও যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, জুরী কিম্বা আসেসর কিম্বা বিচারপতির দ্বারা কিম্বা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ প্রশ্ন করিতে পারিবেন

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিতমতে গ্রাহ্য হওন প্রযুক্ত নূতন বিচার না হইবার কথা।

১৬৭ ধারা। সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইল বলিয়া আপত্তি করা গেলে গ্রাহ্য করা যে সাক্ষ্যের বিষয়ে আপত্তি করা গেল, সাক্ষ্য না থাকিলেও নিষ্পত্তি প্রবল রাখায় যথোচিত সাক্ষ্য আছে ও অগ্রাহ্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা গেলেও নিষ্পত্তি মতান্তর করা উচিত নয়, আদালতের এইরূপ জ্ঞান থাকিলে সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিতমতে গ্রাহ্যকারী নূতন বিচারের কিম্বা নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিবার কারণ হইবে না।

তফসীল।

নম্বর ও সাল	নাম।	যতদূর রহিত হইল
তৃতীয় জর্জের ২৬ বৎসরের ৫৭ অধ্যায়	ভারতবর্ষের যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহাদের বিচার হইবার বিধান করণার্থে এবং (ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষের অন্তর্গত ব্রিটিষ অধিকারের কার্য্যব্যাপারের উৎকৃষ্ট বিধান ও অধ্যক্ষতাকরণ ও ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের ত্বরায় ও ফলজনকরূপে বিচার করিবার আদালত স্থাপন করণার্থ আইন নামে) তৃতীয় জর্জের ২৪ বৎসরের যে আইন প্রণীত হয়, তাহার যে কথানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্যকারকদিগের সম্পত্তির ও দ্রব্যের নির্ঘণ্ট পত্র দেওয়া প্রয়োজন, সেই কথা রহিত করণার্থ ও যে ব্যক্তিরা বে-আইনীমতে ভারতবর্ষে যান তাঁহাদের বিপরীত আইন আরো ফলোপধায়ক করণার্থ এবং গ্রেটব্রিটনে কিম্বা ভারতবর্ষে যে দলীল ও লেখ্য সম্পাদন করা যায়, স্থলবিশেষে তাহার অনায়াসে প্রমাণ করণার্থ আইন	৩৮ ধারার ভারতবর্ষের আদালত সম্পর্কীয় সমস্ত কথা
ভিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৯৯ অধ্যায়	সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন	১১ ধারা এবং ১৯ ধারার ব্রিটিষ ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় সমস্ত কথা
১৮৫২ সা, ১৫ আ	সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই
১৮৫৩ সা, ১৯ আ	বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন	১৯ ধারা
১৮৫৫ সা, ২ আ	প্রমাণবিষয়ক আইন আরো উত্তম করিবার আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬১ সা, ২৫ আ	ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করণের আইন	২৩৭ ধারা
১৮৬৮ সা, ১ আ	সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৬৮ সালের আইন	৭ ও ৮ ধারা